ফুলের ফসল

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস

ফুলের ফসল

তৃতীয় সংস্করণ



শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

মূল্য এক টাকা

প্রকাশক
শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ বসু
ইণ্ডিয়ান্ প্রেস লিমিটেড,
এলাহাবাদ।

নিউ আর্টিষ্টিক প্রেস
প্রিণ্টার—শ্রীশরৎশশী রায়
১এ, রামকিষণ দাসের লেন
কলিকাতা।

সূচী

*

*   *

* জোটে যদি মোটে একটি পয়সা
খাদ্য কিনিয়ো ক্ষুধার লাগি',
দুটি যদি জোটে তবে অর্দ্ধেকে
ফুল কিনে নিয়ো, হে অনুরাগী !

বাজারে বিকায় ফল তণ্ডুল
সে শুধু মিটায় দেহের ক্ষুধা
হৃদয়-প্রাণের ক্ষুধা নাশে ফুল
দুনিয়ার মাঝে সেই তো সুধা ।*

—মহম্মদ ।

*   *

*

ফুলের ফসল

আমন্ত্রণী

ফুলের ফসল লুটিয়ে যায়,
অপ্সরীরা আয় গো আয় ;
মৌমাছিরে বাহন ক'রে
হাওয়ার আগে ছুটিয়ে আয় !
পাতার আগায় শিশির-জলে
হেথায় কত মুক্তা ফলে,
লূতার সুতায় দুলিয়ে দোলা
ঝুলন খেলা খেল্‌বি আয় !
বাসন্তিকা তন্দ্রাভরে
লুটায় বাসর-শয্যা 'পরে,

ফুলের ফসল

জ্যোৎস্না এসে মধুর হেসে
মুখখানি তার চুমায় ছায় !
ফুলের তূরী ফুলের ভেরী
বাজিয়ে দে, আয় কিসের দেরী,
ভ'রে দে এই মিহিন্ হাওয়া
মোহন সুরের সুষমায় !
ঝুমকো ফুলের ছত্রতলে
জোনাক্-পোকার চুম্‌কি জ্বলে,
সেথায় গোপন রাজ্য পেতে,
স্বপ্ন-শাসন মেল্‌বি আয় !
অঞ্চলে আর অঞ্জলিতে,
মঞ্জরী নিস্ মন ছলিতে,
ফুলের পরাগ কুঁড়ির সোহাগ
নিস্ রে যত পরাণ চায় ;
আকাশ ভ'রে বাতাস ভ'রে
গন্ধ রাখিস্ স্তরে স্তরে,
অমল কোমল নিছনি তার
রাখিস্ নিথর চাঁদের ভায় !
ক্লান্ত নয়ন পড়্‌লে ঢুলে
ঘুমাস্ কোমল শিরীষ ফুলে,
শুক তারাটি ডুব্‌লে, না হয়,
ফিরবি ভোরের আব্‌ছায়ায় !

এস

বন-পল্লবে ঘন করি' দিয়ে এস বসন্ত বায় !
পুলকাঞ্চিত করি' ধরণীরে এস লঘু দ্রুত পায়।
এস চঞ্চল ! এস প্রসন্ন !
পূর্ণ কর গো যা' আছে শূন্য,
সৌরভে, রসে, সুপ্ত হরষে ভরি' দেহ চেতনায়।
কোকিল কণ্ঠে এস হে রঙ্গে,
এস তরঙ্গে অঙ্গে অঙ্গে,
হরিতে, স্বর্ণে, তরুণ বর্ণে, সুখ-ভরা সুষমায়।
এস অন্তরে, এস হে হাসিতে,
সন্ধ্যা-উষার পুষ্পরাশিতে,
অঞ্চলখানি দীপে দীপে হানি' সঞ্চর জোছনায়।
এস যৌবনে হে চির-কিশোর !
এস মম চিতে ওগো চিত-চোর !
নব রবি-তাপে এস গো তাপিত নব-কিশলয়-ছায়।
এস পরিচিত পরশের মত,
সুখ-স্বপনের হরষের মত,
আঁখি-পল্লবে চুম্বন দিয়ে যেয়ো যেথা মন চায়।

ফুলের দিনে

ফুলের বনে ফুলের দিনে
আমরা রাজা আমরা রাণী !
মন কেড়ে নিই নানান্ ছলে
আইন কানুন্ নাহি মানি।
আপন হাতে শাসন করি,
বসি' ফুলের আসন 'পরি
চন্দ্রালোকের চাঁদোয়া-তলে
আমরা সবায় মিলাই আনি' !
পাখীর গানে গেয়ে উঠি,
ফুলের সনে আমরা ফুটি,
তটিনীর ওই তরল-গাথায়
সরল হৃদয় লই গো টানি' !
ফাগুন রাতে হাওয়ার সনে
হেসে বেড়াই বনে বনে,
লুকিয়ে শুনি কৌতূহলে
পাতায় পাতায় কানাকানি !
মোদের হাসি মোদের গীতি
জাগায় নিতি নূতন প্রীতি,
ফুলের ফসল ফলায় আসল
মোদের মুখের মঞ্জুবাণী।

ফাল্গুনী হাওয়া

কখন্ এলে গো   ফাগুন বাতাস
ওগো চির-সুমধুর !
কখন্ রিক্ত   লতারে পরায়ে
দিলে এ রতন-চূর !
পথে প্রান্তরে   ঝল্‌মল্ করে
ফুলকাটা কিঙ্খাব,
আমের মুকুলে   অশোকে বকুলে
তোমারি আবির্ভাব !
পান্না চুনীর   কণ্ঠী পরেছে
টিয়া আর চন্দনা,
পুলকিত হিয়া   কোকিল পাপিয়া
গাহে তব বন্দনা !
ঘন ভুরু জিনি'   যব শীষ যত
শিহরি উঠিছে সুখে,
মউল ফুলের   বারতা এসেছে
মউচুষ্‌কির মুখে !
চুমকি হাজার   বসেছে আবার
আকাশের মখ্‌মলে,
হিম যামিনীর   কালো পেশোয়াজ
ফিরে আজ ঝল্‌মলে ।

কখন্ আসিলে অতিথির বেশে
বহু জনমের বঁধু,
শিশির-নিশির অশ্রু হরিলে,
অধরে ধরিলে মধু!

মৌন বিকাশ

ওগো আজকে তোমারি আঙিনার কোলে
মুকুল মেলিল আঁখি!
ধূলির কোলে সে কোথা হ'তে এল
স্বর্গ-সুষমা মাখি'!
এনেছে সে শোভা এনেছে গো হাসি,
অঙ্গ ভরিয়া সৌরভরাশি;
তাহারি রূপের মাধুরি হেরিয়া
কুহরি' উঠিছে পাখী!
ওগো সে এসেছে যে,
তারে আরতি করিয়ে নে;
বনের দুলাল দুয়ারে তোমার
তাহারে লহ গো ডাকি'।

চোখে কত কথা করে ফুটি-ফুটি,
মু’খানিতে কত হাসি লুটোপুটি,
কত ফাগুনের কাহিনী এনেছে,
ওগো, সে শুনিবি না কি ?
কিরণ দোলায় সে
মৃদু বায়ুভরে দুলিছে
ঘন পল্লব-সিন্ধু-লহরে
মুকুতার ছবি আঁকি’ !
কত কথা যেন চাহে সে সুধাতে,
কি বারতা যেন এসেছে শুনাতে,
ধূলি-পিঞ্জর খুলি’ কৌতুকে
এসেছে মৌন পাখী ।

কুঁড়ি

জড়সড় কুঁড়িটি আজ কে গো ফোটালে !
কোন্ চাঁদে আজ চুমা তোমার দিলে কোন্ গালে !
কোন পরীতে ও মুখ চেয়ে
উড়ে গেল কি গান গেয়ে !
কোন সরিতে উঠ্‌লে নেয়ে ! কি রূপ লোটালে !

পুষ্পময়ী

স্বজনি ! তোর অঙ্গে ফুলের বাস !
ফুলের মতই হাসিস্ !—ও তুই
ফুলের মতই চাস্ !
কোন্ দেবতার কুঞ্জবনে
ছিলি গো তুই কোন্ ভুবনে,
কোন্ রজনীগন্ধা তুমি
ফেলিছ নিশ্বাস !

প্রেমাভিনয়

আয় সখী, তোরে শিখাই আদরে
ভালবাসাবাসি খেলা !
কাছাকাছি এসে অকারণে হেসে
শেষে ভালবেসে ফেলা !
না চাহিতে-পাওয়া ধন সে, স্বজনি,
ভালবাসা তার নাম,
যে তারে জেনেছে হৃদয়ে টেনেছে
নাহি তার বিশ্রাম !
আকাশের বুকে ফাঁদ পেতে সুখে
চাঁদ নিয়ে হেলাফেলা,
হাসিতে হাসিতে ঘুমায়ে নিশীথে
আঁখিজলে আঁখি মেলা !

মহুয়া ফুল

যায় যে ব'য়ে ফাগুন-রাতি, কই গো রাজবালা !
আমায় নিয়ে গাঁথবে না আর স্বয়ম্বরের মালা ?
রসে ভরা ফলের মতন নিটোল সোনা ফুল,—
ধুলায় শেষে ঝরব ? হব' ধূলার সমতুল ?
ফলের পরিপূর্ণ ছাঁদে শোভন আমার কায়,
সফল করি সোনার স্বপন, ভুলছ কি তা' ? হায় !
কাঁচা সোনার কৌটা আমি রসেতে ভরপূর,
তোমার মত হে সুন্দরী মদির-সুমধুর।
মনে যারে ধরবে তোমার চাইবে যারে মন,
তোমার হ'য়ে তারেই আমি করব আলিঙ্গন,
সরম তোমার রইবে অটুট পূরবে আকিঞ্চন,
আমায় দিয়ে হ'বে তোমার আত্ম-নিবেদন।
কন্যা ! আমি সকল দিকে তোমার সমতুল,
বাহিরখানি ফলের মতন, মরমখানি ফুল !
ফাগুন রাতি যায় পোহায়ে কই গো তুমি কই ?
স্বয়ম্বরের মালার মোতি—ধূলার শরণ লই !

জ্যোৎস্নায়

আমার পরাণ উথলিছে আজি
না জানি কিসের হরষে !
সারা তনুখানি উঠিছে শিহরি'
অজানা এ কার পরশে !
কলঙ্কী চাঁদ হাসিয়া, আমায়
ঘরের বাহির করিবারে চায়,
দেবতার প্রিয় সুধা সে আমারি
অঙ্গ প্লাবিয়া বরষে !

গান

মুকুলের মুখ আল্‌গা হ'ল
হাল্‌কা হাওয়াতে !
সাগরের বুক উঠ্‌ল দুলে
চাঁদের চাওয়াতে !
আপন-ভোলা স্বপন এসে
সকল পণই গেল ভেসে,
ভেসে গেল নন্দনেরি
বনচ্ছায়াতে !

লতার প্রতি

ওগো নবীনা লতা !
কেন দোলায়ে পাতা
বাতাসে জানাও
কচি কুঁড়ির কথা !
এই তো সকল
শাখা উঠিছে পূরি',
এই তো নকল
রাখী বাঁধিছে ঝুরি !
নহে বিহ্বল
আজো বহুল পাতা ;
এখনি কেন গো
এত চঞ্চলতা ?
এখনি জাগিল
কিও পুলক-ব্যথা,—
তরুণ পরাণে
কোন্ নব বারতা !

গান

আজি এই সাঁঝের হাওয়ায়
    দুলে ওঠে ফুলের ভুবন !
দুলে ওঠে ফুলের সাথে
    ফুলের মত মঞ্জুল মন !
এত ফুল কোথায় ছিল ?
    কোথায় ছিল এত হাসি ?
উধাও-করা ফাগুন-হাওয়া,
    সোহাগ-ভরা জ্যোৎস্নারাশি !
প্রাণে আজি লাগ্‌ছে মোহ,
    কে যেন কী রাখ্‌ছে গোপন !
স্বপন আজি ফল্‌বে বুঝি
    মিল্‌বে বুঝি দুর্লভ ধন।

অশোক

মুকুল-ভোজী কোকিল এল কুঞ্জে !
ভ্রমর পাঁতি দিবস রাতি গুঞ্জে !
মুঞ্জরিয়া উঠিনু মোরা হর্ষে
অরুণ-রাগে তরুণ আলো স্পর্শে !
এসেছে পিক অরুণ তার নেত্র !
অশোক ফুলে অরুণময় ক্ষেত্র !

শীতের সাথে শোকের স্মৃতি নষ্ট,
তরুণ আজি,—ছিল যা' কীটদষ্ট ;
রসের লীলা চলেছে দিবারাত্রি !
পাটল পথে মিলেছে প্রেম-যাত্রী !
হরিতে শোক অশোক ফুটে পুঞ্জে !
মুকুল-ভোজী কোকিল এল কুঞ্জে !

গান

কেন নয়ন হয় গো মগন
মঞ্জুল মুখে !
কেন হৃদয় ভিখারী হয়
রূপের সমুখে ?
মর্ত্ত্য মানুষ চাঁদের লোভে
কেন মরে মনের ক্ষোভে
বুকে ধরে বিদ্যুতেরে
হায় সে কোন্ সুখে !

ধারা

ওগো এম্‌নি ধারাই হয় !
ফুলের যখন হয় প্রয়োজন
ফাগুন-হাওয়াই বয় !

তৃষ্ণা-করুণ বাজ্‌লে কেকা,
শূন্যে ফোটে স্নেহের লেখা,
চুম্বনেরি চমক লাগে
আকুল ভুবনময় !

জ্যোৎস্না-মেঘ

জোছনা-ঝরানো ভুবন-ভরানো
ওগো চাঁদ ! ওগো জ্যোৎস্না-মেঘ !
আলোক প্লাবনে গগনে, পবনে,—
ভুবনে ধরে না পুলকাবেগ !
জোছনা-বরষা নামিল গো,
তিতিল সকল দেশ !
ভরিল নিখিল ভাসিল গো,
ধরিল নূতন বেশ !
ঘুম-ঘোরে কত স্বপন-মুকুল
পুলকে মেলিল আঁখি আধেক !

গান

চাঁদেরি মত চির সুন্দর সে
চাঁদেরি মত চিরদিন সুদূরে !
সুধা বরষে শুধু হাসে হরষে
সুন্দর সে—হেসে চায় মধুরে !
চিরদিন সুদূরে !
তারে ধরিতে নিতি পাপিয়া এসে
রেশ্‌মী সোপান গাঁথে সুরের রেশে !
ফাগুনী বায়ে সে যে ফিরায় পায়ে,
—গুণ্‌গুনিয়া শুধু রুণ্‌ঝুণিয়া—
দিন দুনিয়া কাঁদে তার নূপুরে !

অনুরোধ

মোহন মুহুমুহু কেন সখী চায় ?—
মানা ক'রে আয় !
(আমি) পরাণ ভরি নারি দেখিতে যে তায়,—
লাজে মরি, হায় !
গুপ্ত আরতি মম গোপনে সে রাখি রে,
সে এসে চাহিলে মুখে বসনে সে ঢাকি রে !
নয়ন-মন মম তবু তাবি পায় !

কুন্ঠিতা

আমি আপনি সরমে মরমে মরিয়া যাই যে,
নিতি আপনার ছবি নিরখি' মুকুর মাঝারে ;
আমি কেমন করিয়া বাহিরিব ভাবি তাই যে,
হায় দেখা দিব আমি কেমনে আমার রাজারে !
মোর কিছু নাই রূপ কিছু নাই কিছু নাই গো,
শুধু আছে ভিখারীর স্বপ্ন-শরণ দুরাশা ;
তবে ফিরে যাই দূরে সরে যাই মরে যাই গো,
হায় মরু-মাঝে নিয়ে যাই এ আমার পিপাসা
জানি সুদুঃসহ সে সূর্য্য সমান, হায় গো,
তবু তাহারি আশায় জেগে আছি আমি রাত্রি
যাব মাটিতে মিশায়ে সরমে, সে যদি চায় গো,
হায় মরণ-পথের যাত্রী—কৃপার পাত্রী !

যদি

যদি কুসুম-শরে হৃদয় বেঁধে
তবে কেঁদ না,
সে যে ফুলের সুখ-পরশ মাঝে
মৃদু বেদনা।
সে যে দিনের দাহে কুঞ্জ-ছায়ে
স্বপ্ন আনে বিভোল্ বায়ে,
ঘুমের শেষে আলোর দেশে
আধ-চেতনা।

স্বপ্নময়ী

স্বপনের মত এসে চলে যাও,
রেখে যাও মনে আবেশখানি !
নয়নের কোণে হেসে চলে যাও,—
মূল্য তাহার আমিই জানি।
জোছনা সমুখে থমকি' দাঁড়ায়,
বনের কুসুম মু'খানি বাড়ায়,
তরু-পল্লবে পলক পড়ে না,
পাখীর কণ্ঠে মিলায় বাণী ;
ফাগুনী হাওয়ায় ভেসে চলে যাও
পরাণে পিয়াও অমিয়া ছানি'।

চোখে চোখে

চোখে চোখে মিলন হ'লে
মুখে ফোটে হিরণ হাসি !
শিউলি ফুল আর ভোরের তারার
মতন ভালোবাসাবাসি !
যদি সে কথা না কয়,
না যদি হয় পরিচয়
তবুও নিতান্ত আপন
গোপন প্রাণের কিরণ-রাশি ।

গান

যদি তোমার চোখের আলোয়
কোথাও ফোটে সুখের হাসি,
ধন্য তবে জীবন তোমার
তোমার পথে ফুলের রাশি ।
তোমার স্মৃতি তোমার গীতি
কোথাও যদি জাগায় প্রীতি
তবে দুখের ফণায় বসি'
সুখের সুরে বাজাও বাঁশী ।

মনের চেনা

মন যারে চেনে নয়ন চিনায়
সেই সে আমার পরাণ-বঁধু ;
পাত্রে পাত্রে নাই সুধা, হায় !
পুষ্পে পুষ্পে নাহিক মধু ।
নয়ন নয়নে নাহি উল্লাস
সকল তারায় নাহিক শোভা :
অধরে অধরে নাহিক তিয়াষ,
তরুণ জনের পরাণ-লোভা !
মন চেনে শুধু সে দু'টি নয়ন
যে নয়নে হাসে প্রাণের আলো,
হিয়ার মিলন হোক সে ক্ষণিক
ভালোর আলোর কণাও ভালো ;
সেই অমরতা সেই বাঞ্ছিত
নন্দন-বন-কুসুম-মধু ;—
অমৃত-সিন্ধু-সলিল-বিন্দু
মরমে বরষে অমর বধূ !

গান

আমার পরাণ ঘিরি' ফুট্‌ল কুসুম
তোমার হাসিতে,—
তোমার চোখের সিগ্ধ-সরস
জ্যোৎস্না-রাশিতে !
নন্দনেরি মন্দার-হার
লুটায় যেন অঙ্গে আমার,
অজানা আনন্দে হৃদয়
রহে ভাসিতে !

নীরবতার নিবিড়তা

ভালোবাসে কি না কেন সুধাইবি, আঁখি-জলে, ওরে
সুধাস্ নে ;
ক্ষীণ আলোখানি ঘরের বাহির করিস্ নে, ঝড়ে
নিভাস্ নে ।
নত মুখে যায় আঁখি-কোণে চায় প্রাণে নেবে এঁকে
মূরতি যেন,
তরুণ অধরে হাসিটি মিলায় বরিষার মেঘে
রশ্মি হেন !

(তবু) চাস্‌নে চোখের কোণে তার পানে, আপনারে তুই
বিকাস্‌ নে !
কঠোর হয় রে করুণ দৃষ্টি, হাসি ঢালে শেষে
গরল-রাশি,
তবু কি পাগল বলিবি ফুটিয়া, 'ভালোবাসি, ওগো
ভালো যে বাসি !'
(তোবে) মানা করি, ওরে যাস্‌নে, প্রাণের মধুর স্বপন
ঘুচাস্‌ নে !
নয়নে নয়ন,—হয়েছে মিলন ; অঙ্কিত থাক্
হৃদয়ে ছবি,
সে হোক প্রাণের পূর্ণিমা রাতি,—মধু সমীরণ,
বিভাত রবি ;
(তবু) ক'স্‌নে গো কথা, দিস্‌নে বারতা, ভালোবাসা তুই
জানাস্‌ নে।

গান

হায় ! বারণ করে !
বারণ শুনি'—কি গো—তটিনী ফেরে ?
তবু, বারণ করে !
চরণ ধ্বনি—তার—যখনি শুনি
বুকে সে বাজে—লাজে—কথা না সরে !

আপনা ভুলি'—হায়—দু'আঁখি তুলি'
উছলি' চলি—খোলা—ঝরোখা 'পরে।
হায়! বারণ করে!
বাদর ঝরে—বল্—তাহে কে ডরে?
সাগরে ভাসি'—কেবা—শিশিরে মরে?
কঠোর স্বরে—তবু—বারণ করে,
ভুবনে ফিরি—আমি—স্বপন ভরে!

আপন হওয়া

তোরা জানিস্ কি নিতান্ত পরের
আপন হওয়ার সুখ?
তোদের উদাস আঁখি কারেও দেখি'
হয় নি কি উৎসুক?
নূতন প্রেমের নূতন সুখে
হাসি দেখা দ্যায় নি মুখে?
পূর্ণ চাঁদের আলোয় তোদের
পূরে নি কি বুক?

বাঁশী

আমি　জানি না বাঁশীতে কি যে আছে, সখা
　　পথের পথিক বঁধু !
কোন্　গোপন মনের দুখ-সুখ-মাখা
　　হৃদি সঞ্চিত মধু !
সে যে　অধর-পরশে চকিতে জাগিয়া
　　ফুকারি উঠিছে ডাকি ;
ওগো　বাঁশীর মাঝারে ধ'রে কি রেখেছ
　　ভুবন-ভুলানো পাখী ?
সে যে　সোহাগ-পাগল দুলালের মত
　　অভিমানে ফুলে' ফুলে'
হায়　আমারি পরাণ-পিঞ্জর 'পরে
　　বার বার পড়ে ঢুলে।
তার　তানে যে এখনো উঠিছে উলসি'
　　কাননের কলহাসি,
তার　স্বরে মুহুমুহু মহুয়া ফুলের
　　নেশা উঠিতেছে ভাসি',
ওগো　লুকায়ে তাহারে রেখো না নিভৃতে,
　　আমরা নেব না ধরি' ;
তারে　মুক্ত সমীরে ছেড়ে দাও ফিরে
　　নহিলে যাবে সে মরি'।

ফুলের ফসল

সে যে   চক্ষু হানিয়া পরাণ-পুষ্পে
          লাজে স'রে গেল ধীরে,
সে যে   না জেনে দু'আঁখি করেছে সজল,
          আহা সে আসুক ফিরে।
ওগো   শুধু একবার জাগাও তোমার
          বাঁশী-বাসী পাখীটিরে,
ওগো   স্বর্গসুখের সুষমা আবার
          লাগুক হৃদয়-তীরে।
ফিরে   নয়নে লাগুক স্বপনের নেশা
          তপ্ত ললাটে হাওয়া,
আমি   না পেয়ে পাব গো পরাণে পরাণে
          চেয়ে যা' যায় না পাওয়া।
মোর   মনের কামনা প্রাণের বাসনা
          মূরতি ধরিছে আজি,
মোর   যত ভোলা গান পেয়ে নব প্রাণ
          আকাশে উঠিছে বাজি'!
বঁধু   একি করিলে গো বাঁশীরে জাগায়ে
          পথের পথিক, সখা!
মোর   পিঞ্জরাহত পরাণ-পাখীর
          চঞ্চল হ'ল পাখা।
হায়   সুদূর অতীতে এমনি একদা
          বাঁশরী বাজায়ে পথে,

মোরে উন্মাদ ক'রে কে যেন গিয়েছে ;
সে অবধি কোনো মতে
আমি পারি না বাঁধিতে হৃদয় আমার
মন ছুটে বাতায়নে,
শুনি উঠিতে বসিতে বাঁশী চারি ভিতে
ঘুম নাহি দু' নয়নে।
সে যে কাননে বাজিছে মর্ম্মর রবে
কল্লোল নদীজলে,
সে যে গগনের তলে গানে কোলাহলে
ধ্বনিছে শতেক ছলে ;—
তাই উন্মনা আমি তৃষিত নয়নে
দুয়ারে ছুটিয়া আসি ;—
ওগো গগনে, পবনে, পরাণে আমার
নিয়ত বাজিছে বাঁশী !
ওগো পথের পথিক ! ওগো সখা মোর !
কি বাঁশী আনিলে, বঁধু।
মোর নয়ন ভরিয়া উঠিল সলিলে,
একি বিষ ! একি মধু !

গান

গান গেয়ে হায় কে যায় পথে
কান দিয়ো না তায় !
কেঁদেই যদি মরে বাঁশী,
কার কি আসে যায় ?
মন যদি হায় কেমন করে
সায় দিতে চায় বাঁশীর স্বরে
ভুলেও তবু এস না, হায়,
মুক্ত জানালায়।
লাজুক বাঁশী বাজুক বনে,—
কাঁদুক একা আপন মনে,
তুমি থাক খাঁচার পাখী !
সোনার পিঁজরায় !

চির সুদূর

এত কাছে থেকে হায় তবু এত দূর !
নয়নে নয়ন রেখে পরাণ বিধুর !
কাছে আসি ভালোবেসে,—
নিশাসে নিশাস মেশে,
নাগাল না পাই তবু পরাণ-বঁধুর !

হাস্নুহানা

গন্ধভরা হাস্নুহানা
তুলেছিলাম গুচ্ছ ক'রে ;
তখন কেবল সন্ধ্যা নামে
পরাণ ভরে নানান্ সুরে।
কপোলতলে ওষ্ঠাধরে
তপ্ত দুটি নয়ন 'পরে
নিয়েছিলাম স্নিগ্ধ-সজল
কোমল পরশ সোহাগ ভরে ;
সান্ধ্য ফুলের গন্ধ মদির
পরাণ আমার করলে অধীর,
তপ্ত হয়ে পড়ল নিশাস
কে জানে হায় কিসের তরে !
সন্ধ্যা ফুরায় একা একা,
এখনো হায় নাইক দেখা,
নেতিয়ে প'ল হাস্নুহানা
পরাণ সাথে ক্লান্তি ভরে !
সায় দিলে সে মনের সনে,
অশ্রু সনে পড়ল ঝ'রে।

স্বর্ণমৃগ

সোনার হরিণ চলে গেল হায়
মনোলোভা রূপ ধ'রে,
বিস্মিত হিয়া রহিনু চাহিয়া
তাহারি পথের 'পরে !
আঁখি পালটিতে ফিরে দেখা দিল,-
গেল ফিরে লীলা ভরে ;
আকুল নিশাস পড়িল আমার
পাঁজর শূন্য ক'রে।

উন্মনা

একটি জোড়া চোখের দিঠি ফিরত না,
দেখতে পেলেই ফিরে ফিরে চাইত ;
আজকে আমি তাহার লাগি উন্মনা,
আজকে সে আর নাইত' কোথাও নাইত' !

দেখিনি তায় সকাল বেলায় মন্দিরে,
বৈকালে সে ঝর্ণা-তলায় যায়নি !
খুঁজেছি সব শৈল-পথের সন্ধি রে
তবুও তার দেখা কোথাও পাইনি।

আজকে দেশে ফির্‌তে হবে আমায় গো
কোথায় তুমি চারু-চোখের-দৃষ্টি !
এস বারেক আমায় দিতে বিদায় গো,
দৃষ্টি করুক প্রসাদী ফুল বৃষ্টি।

প্রাণের এ ডাক শুন্‌তে কি গো পেলেই না ?
প্রাণের এ ডাক পৌঁছাল না মর্ম্মে ?
চারু চোখে চাইলে না আর এলেই না ?
না জানি ডাক পৌঁছাবে কোন্ জন্মে।

বিরহী

গাঙে যখন জোয়ার আসে
থেকো তুমি সাগরে ;
ওই পরশে সরস বারি
মাখ্‌ব অঙ্গে আদরে।
হারা আমার হিয়ার টানে
চেয়ো বারেক তারার পানে,
পড়্‌ব দোহে দোঁহার লিপি
আকাশ-ভরা আখরে !

স্বপন

স্বপন যদি সত্যি সফল হয় !
(তবে) তোমায় আমায় এই যে প্রণয়
আবার হবে মধুময় !
জগৎ যদি ফিরায় আঁখি
তবু আমি ভরসা রাখি
হ'ব সুখী, ফিরবে সুদিন,—
হৃদয় আমার কয় !

ঘূর্ণি

আজ ফুলের বনে দখিণ হাওয়া
কী ব'লে গেছে !
অকূল পাথার থির জোছনায়
ঘূর্ণি লেগেছে !
মূর্চ্ছনাতে পড়্‌ছে টলে
মূর্চ্ছা রাগিণী !
পদ্ম 'পরে নৃত্য করে
মত্ত নাগিনী !
ও তার বিষের নিশাস কুসুম-কলির
বুকে বেজেছে ।
ঘূর্ণি লেগেছে !

হায় আপন জনে বুকে টেনে
পাইনে খুঁজিয়ে!
তপ্ত ধারা মোচন করি
চক্ষু বুজিয়ে!
সেই অশ্রু নিয়ে পূর্ণিমা-চাঁদ
অঙ্গে মেখেছে!
ঘূর্ণি লেগেছে!

আজ চোখের আগে কেবল জাগে
মৌন দু'আঁখি!
পাতার রাশে পাতার বরণ
বল্‌ছে কী পাখী!
ওগো অকূল সাগর মথন করে
কি ধন জেগেছে!
ঘূর্ণি লেগেছে!

চৈত্র হাওয়ায়

এই চৈত্র হাওয়ায় চেতন পাওয়া
মন্দ নয়,—
যখন চাঁদের আলোর অঙ্গ ব্যেপে
চন্দনেরি গন্ধ কয়!

স্বর্ণ চাঁপার স্বপ্ত মুখে
চুমার অঙ্ক আঁকৃতে সুখে
যখন আনন্দেরি অশ্রুজলে
আঁখি খানিক অন্ধ হয়

কেন

আজি গোলাপ কেন রাঙা হ'য়ে
উঠ্‌ল প্রভাতে !
হাজার ফুলের মধ্যিখানে
নূতন শোভাতে !
পক্ষ্মঘেরা আঁখির পাতে
স্বপন লেগেছিল রাতে,
চাঁদ বুঝি তায় চুমেছিল
নিশির সভাতে !
তাই সে অধর কাঁপ্‌ছে, বুঝি
স্বপ্নে পাওয়া পরশ খুঁজি' !
অরুণ হ'য়ে উঠ্‌ছে সে কার
পরাণ লোভাতে !

তাই

আমি   তাইতো বলি গোলাপ কলি
আজ কেন উৎসুক।
তার   বুকের নীড়ে এল ফিরে
হারানো কোন্ সুখ !
আজ   কোকিল ডেকে বল্‌লে তারে,—
আর   ঘোম্‌টা দিতে হবে না রে
ওই দেখা যায় বসন্তেরি
প্রসন্ন সেই মুখ !
শীতের শাসন টুটেছে আজ
মৌনী হিয়ার ছুটেছে লাজ,
গুঞ্জরিছে গোপন পুলক
মুঞ্জরে কৌতুক !

গোলাপ

আমি ছিনু শোভাহীন নিঃস্ব মরুদেশে,
আমি ছিনু বাব্‌লার সাথী,
প্রেমিক পথিক এসে মোরে ভালোবেসে
আমারে ফুটালে রাতারাতি !

রাঙা সে করেছে মোরে অনুরাগ দিয়ে
অশ্রু দিয়ে করেছে সুরভি,
করেছে সুষমাময় সোহাগে ঘিরিয়ে
পাগল সে পথভোলা কবি !

তাই আজি বুল্‌বুল্‌ গাহিছে নিয়ত
মধু-মদ-গন্ধে মাতোয়ারা,
ঘন পাপ্‌ড়ির মাঝে মাতালের মত
মৌমাছি ফিরিছে দিশাহারা।

তাই আজি দ্বন্দ্ব করি সমীরের সাথে
কুঞ্জে অলি করে গতায়তি,
সুরে সুরে মশ্‌গুল পাপিয়া সে গাঁথে
মোতিয়ার কুঁড়ি সনে মোতি !

দীর্ঘ জীবনের দিন গণিয়া গণিয়া,—
কাঁটার না দেখি' অবসান,—
ভেবেছিনু সুখহীন সুখের দুনিয়া,
ছিনু তাই চির-ম্রিয়মাণ।

মানুষের প্রেমে আজি সফল জীবন
দুঃখ আর নাহি এক রতি,
গরবী গোলাপ আমি ভুবন-লোভন,—
কণ্টকের আমি পরিণতি !

গান

পিয়াও মোরে রূপের সুধা
রূপের সুরা পিয়াও তাই !
এক নিমেষের একটু হাসি
তাহার বেশী নাহি চাই ।
এসেছি সব ভিন্ন পথে
ভিন্ন পথেই থাক্‌ব যেতে,
শুভক্ষণের সুখ-স্মৃতি,—
তাই যেন গো পাই ।
আঁখির সুধা বৃষ্টি কর,—
দিনে স্বপন সৃষ্টি কর,
হাসিতে ফুল ফুটাও গো,—যার
হয় না কোনো তুলনাই !
স্বর্গসুধার,—হে অপ্সরী !—
একটি কণা যাও বিতরি',
তোমার পারিজাতের মালার
একটি শুধু পাপ্‌ড়ি চাই !

জ্যোৎস্না-অভিষেক

ওগো রাণী! তোমার আজি জ্যোৎস্না-অভিষেক
সজ্জা রাখ, লজ্জা রাখ,—চন্দ্রমা নির্ম্মেঘ!
অলকগুলি বাতাস ভরে
দুলুক তোমার ললাট 'পরে,
উথলি' লাবণ্য-বারি অন্ধ করি' দিক ক্ষণেক!
মর্ত্ত্য-লোকের দৈন্যরাশি
ঘুচাক,—চাঁদের দিব্য হাসি,
তোমার হাসি করুক প্রাণে চন্দন-নিষেক!

করবী

দূর হ'তে আমি গোলাপেরি মত ঠিক!
তবু আমোদিত করিতে পারি নে দিক!

গোলাপেরি মত অতুলন মম হাসি,
তবু হায় অলি ফিরে যায় কাছে আসি'!

পথের প্রান্তে ফুটে আছি অহরহ,
গোলাপের মত রচিতে পারি নে মোহ!

ভালোবাসা মোর রাখি নি কাঁটায় ঘিরে,
সুলভ প্রেমের দুর্দ্দশা তাই কিরে!

গোলাপের মত কণ্টকী নই শুধু,
তাই কি এ বুকে জমে না গোলাপী মধু!

আফিমের ফুল

আমি বিপদের রক্ত নিশান
আমি বিষ-বুদ্‌বুদ্‌,
আমি মাতালের রক্ত চক্ষু,
ধ্বংসের আমি দূত।
আমার পিছনে মৃত্যু-জড়িমা
আফিমের মত কালো,
বিধির বিধানে যেথা সেথা তবু
সুখে থাকি, থাকি ভালো!
কমল গোলাপ যতনের ধন
অল্পে মরিয়া যায়,
আমি টিঁকে থাকি মেলি' রাঙা আঁখি
হেলায় কি শ্রদ্ধায়!

গোখুরা সাপের মাথায় যে আছে
সে এই আফিম ফুল,
পদ্ম বলিয়া অজ্ঞ জনেরা
ক'রে থাকে তারে ভুল!
না ডাকিতে আমি নিজে দেখা দিই
রাঙা উষ্ণীষ প'রে,
বিস্মৃতি-কালো আতর আমার
বিকায় সে ভরি দরে!
গোলাপ কিসের গৌরব করে?
আমার কাছে সে ফিঁকে;
আমি যে রসের করেছি আধান
জীবন তাহে না টিঁকে!

গান

কাঁটা বনে কেন আসিস্ জোনাকী—
অন্ধকারে?
বুঝি এ নিশায় প্রাণ দিতে, হায়,
হয় তোমারে!
ফুল তো হেথায় হাসে না,
ভুলেও ভ্রমর আসে না,
শুধু কাঁটা এ যে আগাগোড়া ভিজে
অশ্রুধারে!

স্রোতের ফুল

জীবন কুস্বপন—জনম ভুল !
চলেছি ভেসে ভেসে স্রোতের ফুল
যুঝি মরণ সনে,—
মরিতে ক্ষণে ক্ষণে,
না পাই তল কিবা না পাই কূল !

অভিমানের আয়ু

যখনি বেদনা পাই ভাবি দূরে চলে যাই
উঁচু করি' মানের নিশান,—
মমতা চোখের জলে ধুয়ে মুছে যাক চ'লে
একেবারে হ'ক অবসান।
বেলা না পড়িতে হায় রাগ তবু পড়ে যায়
ব্যাকুল হইয়া ওঠে প্রাণ,
ব্যথা-সচকিত মনে সে বুঝি নিমেষ গণে,
এখনো কি রাখা যায় মান !

বাসি ও তাজা

হায়, নিশি শেষের মলিন ফুলহার !
ধূলায় ফেলে গেল চলে
কণ্ঠে ছিলে যার !
ছিন্ন ডোরে ফুলের রাশি
সবাই কিছু হয়নি বাসি,
সবাই তবু সমান হ'ল
ধূলায় একাকার !
সবাই তবু ক্ষুণ্ণ মনে
রইল চেয়ে অকারণে,
কেউ নিলে না, ঠাঁই দিলে না
বক্ষে আপনার !
গন্ধ কাঁদে পুষ্পপুটে,
শুভ্র হাসি ধূলায় লুটে,
মরমী কেউ নাই রে ধরায়,
বিফল হাহাকার ।

গান

বঁধু আমার শুধু তুমি
নয়ন তুলে চাও ;
তোমার মধুর দৃষ্টি, আমার
দৃষ্টিতে মিলাও !
সোহাগ, হাসি, মধুর বাণী,
ভাগ্যে আমার নাই সে, জানি ;
আঁখির সাথে আঁখির মিলন
ঘট্‌বে না কি তাও !

জলের আল্‌পনা

জলে এঁকেছিলাম ছবি—
লুকাল সে এক নিমিষে ;
নয়ন-জলে এঁকেছি যায়
সে ছবি হায় লুকায় কিসে !

গান

কারো আঁখি তুলে চাইবারো, আর,
নাইক অবসর !
কারো চক্ষে পলক পড়ে না, হায়,
দৃষ্টি—সে কাতর !
কেউ চিন্‌তে নাহি চায়,
কেউ ভুলতে নারে, হায়,
কেউ নূতন পাড়ি জমায়, কারো
নাই কোনো নির্ভর

ভগ্নহৃদয়

একজনে ভুলেছে যখন
আরেক জনেও ভুলবে গো !
চিতার কালি ডুবিয়ে দিয়ে
সবুজ তৃণ দুল্‌বে গো !
নগ্ন বনে শীতের শেষে
ফাগুন ফিরে আস্‌বে হেসে,
সবুজ শাখে অবুঝ পাখী
নূতন ধ্বনি তুল্‌বে গো !

কালিন্দী আর গঙ্গাধারা
দীর্ঘ পথের সঙ্গী তারা,—
ভুল্‌বে তারাও পরস্পরে
যুক্তবেণী খুল্‌বে গো !

পুরানো প্রেম

ভুল্‌ব ভেবে ভুল করেছি,
ভোলা অত সহজ নয় ;
অনেক দিনের অনেক দুখের
ভালোবাসায় অনেক সয় !
পরশখানি বুকের কাছে
এখনো হায় জড়িয়ে আছে,
ছড়িয়ে আছে সবার মাঝে,
জড়িয়ে আছে জগৎময় !
হাসি খেলায় চোখের জলে
জড়িয়ে আছে নানান্ ছলে,
শুন্‌লে পরে মধুর স্বরে
হঠাৎ মনে তারেই হয় !
জড়িয়ে আছে ফুল তোলাতে,—
শ্রাবণ নিশির হিন্দোলাতে,
তন্দ্রাময়ী জ্যোৎস্না সাথে
স্বপ্নে এসে কথা কয় !

গান

আহা কারে দেখে আঁখিতে আর
পলক পড়ে না ?
সে তো চলে গেল চেয়েই,—যেন
নাহিক চেনা !
বাধা পেয়ে মনের কথা
রয়ে গেল মনেই গাঁথা,
অভিমানে অন্ধ হিয়া,
অশ্রু ঝরে না !

মধু ও মদিরা

বাঞ্ছিত ধন পেলেনা ? তবু তো
সঙ্গী পেয়েছ, হায় !
মধু মিলিল না ? পাত্র তোমার
ভরি' লহ মদিরায় !
ব্যথার চিহ্ন দিয়োনা লাগিতে,
অশ্রু নিবারো উতরোল গীতে,
অধরের হাসি নয়নের আলো
নিবিয়া যেন না যায়।

থাক তুমি থাক চিরদিন সুখে,
থাক কৌতুক-বিকশিত মুখে,
গরল ভখিয়া পাগল কে হ'ল
কি ফল ভাবিয়া তায়।

প্রেম-ভাগ্য

ভালোবেসে কাছে গিয়ে   ফিরেছিস্ ব্যথা নিয়ে
অশ্রুভারে কেঁপেছে নয়ন,
শুকায়ে উঠেছে হাসি   শুকায়েছে পুষ্পরাশি
বাসি হ'য়ে গিয়েছিস, মন !
অকালে দিয়েছে দেখা   ভালে দুর্ভাবনা-লেখা,
মন তুই হয়েছিস বুড়া,
আর পাগলের প্রায়   ফিরিস্ নে পায় পায়,
নিরালায় জুড়া তুই জুড়া।
ভালো যারা বাসিবার   বাস্থক্ বাস্থক্, আর
ভালোবাসা-পেয়ে খুসী হোক্,
ভাঙা তরী বেয়ে বেয়ে   তাদের পিছনে ধেয়ে
তুই মিছে রাঙাস নে চোখ্।

ব্যথা পেয়ে অভিমানে   ব্যথা তুই কারো প্রাণে
দিস্‌নে রে ফেলিস্‌ নে শ্বাস,
কিবা উন্মাদের মত   ওরে চির প্রেম-ব্রত !
করিস্‌নে প্রেমে পরিহাস।
চলে আয় চলে আয়   পায়ে কাঁটা দলে আয়
কোলাহল ছেড়ে একা বোস্‌,
ভালোবাসা-ভাগ্য নিয়া   যারা ফেরে এ দুনিয়া
তুই রে তাদের কেউ নোস্‌।
যে ফিরেছে দেশে দেশে   আজীবন ভেসে ভেসে
অতলের কোলে তার ঘর,
ছল ছল আঁখি যার   পরাণ সরস তার
তার কাছে মরণ সুন্দর।

প্রেমের প্রতিষ্ঠা

তবে   রচনা কর
ওই   গগন 'পর
হায়   প্রেমের লাগি'
পাত   আসন, ও !
যদি   ধরণী 'পরে
প্রেমে   ম্লানিমা ধরে

যদি বিরূপ আঁখি
করে শাসন, ও !
যদি সাধের মালা
ফেলে চলিয়া যায়,
প্রেম ভুলিয়া যায়,—
যদি বাহুর পাশ
মানে রাহুর গ্রাস
কঠিন ফাঁস,
যদি আঁখির দিঠি
আঁখি সলিলে ছায়,—
তবে ফিরাও আঁখি
হায় ব্যথিত পাখী
তুমি ফির একাকী,
ওই নীল পাথারে
দাও নিবেদিয়া, রে !
ওই ব্যাকুল হিয়া
কল- ভাষণ, ও !

গান

হায়　　ভালোবাসার আলয় সে যে
　　　　চির স্বপনে !
আমি　　বাঁধিতে তায় চেয়েছিলাম
　　　　জীবন-পণে ।
সে　　সুখের বুকে　কেঁদে উঠে
　　　　দুখের পায়ে পড়ল লুটে,
　　　　জ্যোৎস্না-রাতে এসে, মিশে
　　　　গেল তপনে !

তোড়া

দুধের মত, মধুর মত, মদের মত ফুলে
　　বেঁধেছিলাম তোড়া,
　বৃন্তগুলি জরির সূতায় মোড়া !
পরশ কারো লাগলে পরে পাপ ড়ি পড়ে খুলে,—
　　তবুও আগাগোড়া ;—
　চৌকী দিতে পারলে না চোখ জোড়া ;
দুধের বরণ, মধুর বরণ, মদের বরণ ফুলে
　　বেঁধেছিলাম তোড়া !

মধুর মত, দুধের মত, মদের মত সুরে
গেয়েছিলাম গান,
প্রাণের গভীর ছন্দে বেপমান !
হাল্কা হাসির লাগলে হাওয়া যায় সে ভেঙেচুরে,
তবুও কেন প্রাণ
ছড়িয়ে দিলে গোপন মধু তান !
মধুর মত, মদের মত, দুধের মত সুরে
গেয়েছিলাম গান।

মধুর মত, মদের মত অধীর করা রূপ
বেসেছিলাম ভালো,
অরুণ অধর, ভ্রমর আঁখি কালো !
নিশাসখানি পড়লে জোরে হ'তাম গো নিশ্চুপ,—
সে প্রেমও ফুরাল !
নিবে গেল নিমেষহারা আলো !
মধুর মত, মদের মত, অধীর-করা রূপ
বেসেছিলাম ভালো।

একের অভাব

পুরাণো মোর মরম-বীণায়
একটি তার আর বাজেনা রে ;
একটি তারের নীরবতায়
বিকল করে সকল তারে !
যে সুর বাজাই বেসুর লাগে,
কোথায় যেন কসুর থাকে ;
জমে না হায় গান থেমে যায়
পরাণ-ভরা হাহাকারে।

বর্ষ-বিদায়

আমের মুকুল ঝরিয়া আজিকে মিশিছে নিমের ফুলে,
ম্লান হাসিটুকু কাঁপিছে অধরে অশ্রু আঁখির কূলে !
প্রাণ করে হায় হায়,
বরষের পথ সঙ্গে যে ছিল সে আজ চলিয়া যায়।

কত না তারার খণ্ড-জোছনা কত স্নেহ, কত প্রীতি,
কত ভ্রূণ আঁখি চেয়ে আছে কত তিক্ত-মধুর স্মৃতি ;
কত আশা কত ভয়
কতই গরব, কত সে কুণ্ঠা,—ফুল-কণ্টকময়।

বকুল ঝরিয়া যায় গো মরিয়া পিছনে কিছু না রাখি',
সারা যামিনীর সাথী যে প্রদীপ স্তিমিত তাহার আঁখি ;
বুক ভরে হাহাকারে,
লূতার লালায় লিপ্ত কুঁড়িটি পাপ্‌ড়ি মেলিতে নারে।

কিশোর আশার কিশলয় ভেঙে স্মৃতি আজ বাঁধে নীড়,
দুর্ব্বল মনে সংশয় আর দুর্ভাবনার ভিড় ;
ব্যসন কলহ, ক্লেশ
ব্যথিছে আজিকে সারা বরষের বিষ-ভরা বিদ্বেষ।

অঞ্জলি করি' সুন্দরী ঊষা যে সোনা গেছিল ঢালি'
নিশীথের কালো নিকষে কষিতে সকলি কি হ'ল কালি ?
জগতের আনাগোনা
সে কি হ'ল শেষে অশ্রুজলের মত আগাগোড়া লোণা ?

অতসী-অশোক গাঁথিতে কি হায় গেঁথেছি অপরাজিতা ?
প্রাণের স্ফটিক পাত্রে ঢেলেছি মিঠার সঙ্গে তিতা ?
বিশ্ব কি বিস্বাদ ?
একি ভুল নয় ?– এই বিষময় মোহময় অবসাদ ?

ঝরা ফুল পাতা মাটি হ'য়ে যায় জাগে তায় অঙ্কুর,
মৃত্যু প্রবল করে উজ্জ্বল জীবনের ক্ষীণ সুর।
ওরে নাই নাই শোক,
ত্যজিছে আবার অনন্ত তার বরষের নির্ম্মোক।

ফুলের ফসল

ঘণ্টা পড়েছে নাট্যশালায় নূতন পর্দ্দা উঠে !
নব নব নীড় উঠিছে গড়িয়া শামুকের দেহ-পুটে !
পুরাতন অবসান,
তারার কিরণ-সঙ্গমে ফিরে আজিকে পুণ্য স্নান !

নব-জীবনের বিদ্যুৎ—সে যে বেদনার বুকে খেলে,
শিকড় কাটিতে ডর নাহি যার সফলতা তারি মেলে !
মরণ মরণ নয়,
জীবন-শিখার গোপন আধারে ক্ষয়হীন সঞ্চয়।

নিমফুল আর আমের মুকুল চুমে আজ ধূলিকণা,
তিক্ত আভাসে বক্ষে ধরিছে মধুর সম্ভাবনা ;
পুরাণো চলিয়া যায়,
অশ্রু-সজল মৌন পরাণ নূতনের পথ চায়।

বর্ষ–বরণ

এস তুমি এস নূতন অতিথি !
উষার রতন প্রদীপ জ্বালি' ;
রৌদ্র এখনো হয়নি অসহ
এখনো তাতেনি পথের বালি।

মধু যামিনীর মোতিহার ছিঁড়ে
ছড়ায়ে পড়েছে মহুয়া ফুল,
তোতার তুতিয়া রঙের নেশায়
বনভূমি আজ কী মশ্‌গুল্‌ !
রেশ্‌মী সবুজে সাজে দেবদারু
পশ্‌মী সবুজে রসাল সাজে,
আবৃত ধরার কিশোর-গরব
সবুজের মখ্‌মলের মাঝে।
কত ফুল আজি পড়িছে ঝরিয়া,—
পড়ুক ঝরিয়া নাহিক ক্ষতি ;
হাল্‌কা হাওয়ার দিন সে ফুরাল,
উদিল জীবনে তপের জ্যোতি।
বসন্ত আজ মাগে অবসর
যৌবন-শোভা পড়িছে ঝরি' ;
চির-নবীনের ওগো নবদূত !
তোমারে আজিকে বরণ করি।
এস গো মৌন ! মর্ত্ত্য-ভবনে
নীরব চরণে এস গো চ'লে,
তন্দ্রা-তরল স্বচ্ছ আঁধার
উঠিছে দুলিয়া হাওয়ার দোলে।
ওগো পুরনারী ভরি' হেমঝারি
চন্দন-বারি ঢালো গো ঢালো ;

ফুলের ফসল

শিরীষ ফুলের পেলব কেশর
আকাশে বিছায় উষার আলো।
এস গো নূতন! রাজার মতন
এস আলোকের চতুর্দ্দোলে ;
অশোকের ফুলে বুলে মধুকর
আমের কুঞ্জে কোকিল ভোলে।
আদি প্রভাতের প্রসন্ন প্রভা
পরাণে আবার বিলাও আনি',
ভুলায়ে দাও গো শোচন রোদন
পুরাণোর পরে পর্দ্দা টানি'!
বাসি স্বপনের কজ্জল-লেখা
হয়তো নয়নে রয়েছে লাগি',
তাম্বুল-রাগ রয়েছে অধরে,
সে ত্রুটির ক্ষমা নীরবে মাগি।
মঙ্গলারতি করিছে পাখীরা
চামেলি বরিষে লাজাঞ্জলি,
পুণ্যাহ! ফিরে এস গো জীবনে
প্রভায় ভুবন সমুজ্জ্বলি'।
উঁচু স্থরে বেঁধে তুলেছি সেতার
বাজাও তাহারে যেমন খুসী,
দীপকে, বাহারে, মেঘে, মল্লারে,
কখনো হাসিয়া কখনো রুষি'।

চন্দন-লেখা দ্বারে দ্বারে আজি
বন্দন-মালা দুলিছে বায়ে,
পেয়ারা-ফুলের রেশ্‌মী মিঠাই
ছড়ায়ে পড়িছে দখিণে বাঁয়ে।
উৎসব-স্বরে বাঁশী বাজে পুরে
অতিথি আলয়ে এস হে তবে,
সাক্ষী দেবতা, তোমায় আমায়
সপ্তপদীর অধিক হ'বে।
রৌদ্র তখন রহিবে না মৃদু,
তাতিয়া উঠিবে পথের বালি,
তবু এস তুমি, অজানা পথিক!
আশার রতন প্রদীপ জ্বালি'।

চম্পা

আমারে ফুটিতে হ'ল বসন্তের অন্তিম নিশ্বাসে,
বিষণ্ণ যখন বিশ্ব নির্ম্মম গ্রীষ্মের পদানত;
রুদ্র তপস্যার বনে আধ ত্রাসে আধেক উল্লাসে,
একাকী আসিতে হ'ল—সাহসিকা অপ্সরার মত

বনানী শোষণ-ক্লিষ্ট মর্ম্মরি' উঠিল একবার,
বারেক বিমর্ষ কুঞ্জে শোনা গেল ক্লান্ত কুহুস্বর;

জন্ম-যবনিকা-প্রান্তে মেলি' নব নেত্র সুকুমার
দেখিলাম জলস্থল,—শূন্য, শুষ্ক, বিহ্বল, জর্জ্জর।

তবু এনু বাহিরিয়া,—বিশ্বাসের বৃন্তে বেপমান,—
চম্পা আমি,—খরতাপে আমি কভু ঝরিব না মরি ;
উগ্র মন্ত সম রৌদ্র,—যার তেজে বিশ্ব মূহ্যমান,—
বিধাতার আশীর্ব্বাদে আমি তা' সহজে পান করি।

ধীরে এনু বাহিরিয়া, উষার আতপ্ত কর ধরি' ;
মূর্চ্ছে দেহ, মোহে মন,—মুহুর্মুহু করি অনুভব !
সূর্য্যের বিভূতি তবু লাবণ্যে দিতেছে তনু ভরি' ;
দিনদেবে নমস্কার ! আমি চম্পা ! সূর্য্যেরি সৌরভ।

বকুল

বোঁটার বাঁধন অনায়াসে খুলি' সহজে ঝরি ;
আমরা বকুল অতি ছোটো ফুল ধূলায় মরি !

আমরা হাসিনে ভুবন ভরিয়া রূপের জাঁকে,
সহজে মাটির মত হই, তবু গন্ধ থাকে।

রসের জোগান—বোঁটায় সে নাই বুকেতে আছে,
তাই থাকে বাস জীবনে মরণে,—আগে ও পাছে।

কমল শুকালে সেও ছায় পীড়া ঘাসের বাসে,
আমরা শুকাই—ধূলা হই, তবু, গন্ধ ভাসে।

নিজে আছি পূরা নিজে মশ্‌গুল দিবস রাতি,
আমরা বকুল ছোটো ফুল,—নাই রূপের ভাতি।

আকন্দ ফুল

স্ফটিকের মত শুভ্র ছিলাম
আদিম পুষ্পবনে,
নীল হ'য়ে গেছি নীলকণ্ঠের
কণ্ঠ-আলিঙ্গনে !
বিষাদের বিষ ভরিয়া পেয়েছি
গরলের নীল রুচি,
স্থাণুর ধেয়ানে পেলব এ তনু
হয়েছে পাথর-কুচি।
রুদ্র নিদাঘে খর বৈশাখে
রুদ্রেরি পূজা করি',
আধ-নিমীলিত পাপ্‌ড়ি আমার
ঢুলুঢুলু আঁখি স্মরি'।
নীলকণ্ঠের কণ্ঠ ঘিরিয়া
সর্পের আনাগোনা,—
আমি তারি সনে আছি একাসনে ;—
পেয়েছি প্রসাদ-কণা।

শিরীষ

মাথার উপরে সূর্য্য জ্বলিছে
ঘিরিয়া রয়েচে তপ্ত হাওয়া,
কৃচ্ছ্র সাধন জীবন আমার
শান্তি কোথাও গেল না পাওয়া।
মৌমাছিটিরে দিতে পারি ছায়া
এমন আমার পাপ্‌ড়ি নাহি ;
হায় ! শিরীষের দৃঢ় বন্ধন !
সুলভ মরণ পাইনে চাহি'।
আশার পাপ্‌ড়ি মরমে মরিয়া
ফুটিল জীর্ণ কেশর রূপে,
মধুপানে এসে মৌমাছি শেষে
মূরছি' পড়িল ধূলির স্তূপে।
দুঃসহ দুখে কলিজা ছিঁড়িয়া
বাহিরায় যেন রক্ত নাড়ী,
পলক পড়ে না রক্ত আঁখিতে
তবু তো জীবন গেল না ছাড়ি' !
একি বেঁচে থাকা—এই কি জীবন ?—
বুঝাতে বেদন নাহিক ভাষা ;—
চিতার অনলে অরুণ আরাম,
মরণের বুকে অ-মৃত আশা।

পুষ্পের নিবেদন

ওগো কালো মেঘ! বাতাসের বেগে
যেয়োনা, যেয়োনা, যেয়োনা ভেসে ;
নয়ন-জুড়ানো মূরতি তোমার,
আরতি তোমার সকল দেশে !
আকাশের পথে ক্ষণেক দাঁড়ায়ে
পিপাসা বাড়ায়ে যেয়োনা চ'লে,
গদ গদ ভাষে কি কহ ?—আভাসে
পারি না বুঝিতে, যাও গো ব'লে !
কি বেদনা, মরি, গুমরি' গুমরি'
উঠিছে তোমার হৃদয়-দেশে ?
তৃষিত ফুলের তৃষ্ণা জুড়াও
দাঁড়াও ভুবন-ভুলানো বেশে।
করুণ তোমার কালো আঁখি হ'তে
দুটি ফোঁটা জল পড়িল ঝ'রে !—
ব্যথা পাও যদি, তবে, কেন যাও ?
দাও গো মোদের পরাণ ভ'রে।
আঙুর-দোলানো অলকে তোমার
লেগেছে স্বপন-বুলানো হাওয়া,

হে চির-শরণ ! জীবন-মরণ !
তোমার পানে যে যায় না চাওয়া !
হের পাণ্ডুর বনভূমি আজ,
পাখীদের সুরে কত কাকুতি,
বজ্রের ভয় রাখেনা কেবল
কামিনী, কদম, কেতকী, যুথি !
ওগো কালো মেঘ ! দাঁড়াও দাঁড়াও,—
বারেক দাঁড়াও যেয়োনা ভেসে,—
ধূলায় মলিন, পিপাসায় ক্ষীণ
দগ্ধ-জীবন-দিনের শেষে।
কদম আবার উঠুক্ পুলকি',
কেতকী উঠুক্ কণ্টকিয়া,
কামিনীর শাখে যে স্বপন জাগে
তাহারে সফল করগো পিয়া।
গভীর তোমার কাজল নয়নে
ছলছলি' জল পড়িছে এসে,
তপ্ত বনানী ডাকিছে তোমায়,—
দাঁড়াও ক্ষণেক ফুলের দেশে।

কালো

হায় সখী কালো ভালোবেসে ফেলেছি !
কালো যমুনারি জলে প্রাণ ঢেলেছি !
বিজুলি-জুড়ানো রূপে
আমি যে গিয়েছি ডুবে,
কালো আঁখি-তারা ল'য়ে আঁখি মেলেছি ।

নব মেঘোদয়ে

কপোত ! উড়িয়া যা রে শুভ্র পাখা মেলি'
প্রচ্ছায় মেঘের নীল ঘন পক্ষ-তলে,
ডুবে যা' মিশে যা' তুই সুখে কর কেলি
অস্খলিত পরিণত বৃষ্টি বিন্দু-দলে ।
পাণ্ডুর তালের শ্রেণী হোক রোমাঞ্চিত,
ভয়ে পাংশু হোক ধরা ; কিবা ক্ষতি তায় ?
আছে যার উড়িবার সোয়াদ বিদিত
উড়িবে সে না ডরিয়া বজ্র-বেদনায় ।
নয়ন জুড়ায়ে দেবে নব নীলাঞ্জন,
পাওয়া যাবে সারা দেহে চকিত পরশ ;
শিহরি' বাদল হাওয়া দিবে আলিঙ্গন
অঙ্গে অঙ্গে সঞ্চারিয়া অমৃতের রস !
ভবন-বলভী-তলে এ হেন সময়ে
কে রহিবে সুপ্ত, হায়, নব-মেঘোদয়ে !

নব পুষ্পিতা

আহা! ওইখানে তুই থাকিস্! ও জুঁই
লুকাস্ নে খানিক!
তোর জ্যোৎস্না-হানা হাসিতে আজ
ফুট্‌ল কি মাণিক!
নূতন যেন দেখিস্ ধরা,—
বিনি-মদের নেশায় ভরা!
সাঁঝের কুঁড়ি! সৌরভে তোর
ভুবন অনিমিখ্!

জুঁই

বরষার ধারা-যন্ত্র-ভবনে খুলেছে কল,
চল্ সখী মোরা তরুণ এ তনু জুড়াই চল্।

শিথিল ক'রে দে সবুজ আঙিয়া, আজ বিকালে,
কিসের সরম মেঘে ঘেরা এই রং মহালে?

আঁধার কানন আলো করি আয়, বন-জোসিনী!
আয় সুবাসিনী, আয় গো অমলা, সন্তোষিনী;

হৃদয়ের মধু-গন্ধ-গেহের খুলেছে চাবি,
ঘোমটা খুলিতে নয়ন মেলিতে আর কি ভাবি?

দুয়ারে দাঁড়ায়ে সঙ্কেত করে সন্ধ্যা-দূতী,
প্রাবৃটের রং-মহাল-বাসিনী রূপসী যূথি !

হৃদয়ের মধু-গন্ধ-গেহের খুলে দে কল,
বরষার ধারা-যন্ত্র-ভবনে চল্ গো চল্ !

কেলি কদম্ব

মেঘ্‌লা মেদুর আলো স্মৃতির ভুবনে,—
যেথায় কালিন্দী ধারা বয়ে যায় ধীরে,—
আমি ফুটি সেইখানে ; সজল পবনে
প্রথম যে শান্তি-জল আমি ধরি শিরে।

আমারে ঘিরিয়া চির রাস-রসোল্লাস,
প্রতি রোম-কূপে মোর মিলন-মাধুরী ;
সুষমা-সৌরভে মিল,—অপূর্ব্ব বিকাশ,
কাঞ্চনে মণিতে মিল, লাবণ্যের ঝুরি !

পুলক-অঞ্চিত আমি জনমে জনমে,
স্মরণ-সরণী 'পরে, প্রাবৃটের পুবে !
মিশায়েছি গোরোচনা চন্দনে বিভ্রমে,—
মেখেছি ললাটে তাই—দেখেছি বন্ধুরে !

ওগো বন্ধু ! ওগো মেঘ ! শ্যামল ! শীতল !
আমি চির আনন্দের অখণ্ড-মণ্ডল।

"পূরবৈঞা"

বহিছে পূরব হাওয়া পূরবী তানে !
ক্লান্ত আঁখিতে সুখ-তন্দ্রা আনে !
সাঁঝের স্বপন লাগে মেঘের রাশে,
আধ-সুখে ভরে বুক আধ-তরাসে !
গুরু গরজন,
ধারা বরষণ,
হরষে রসায় তরু-লতা-বিতানে !

শ্রাবণী

নব গৌরবে রজনীগন্ধা কুসুমদণ্ড তুলিল !
শাখায় শাখায় সুখ-সৌরভে নব কদম্ব ছুলিল !
আকাশে বাতাসে সলিল-কণিকা নাচে গো,
কামিনী-যূথির উরসে মরণ যাচে গো ;
ঝিল্লীমুখর পল্লীভবন, স্বপ্নভুবন খুলিল !

কামিনী ফুল

ক্ষণিক বরষণে সজল পরশনে
ফুটি গো বনে বনে কামিনী ফুল ;
সাঁঝের অবসরে ক্ষণেক বায়ুভরে
দুলি গো শাখা 'পরে দোদুল্ দুল্ !

ক্ষণেকে যাই টুটি' ধূলিতে লুটোপুটি,
অমল দল ক'টি ধরণী চুমে ;
ক্ষণিক ফুল আমি টিঁকিনে দিন যামী,
নিমেষে ভরে আঁখি মরণ-ঘুমে।

ফুটি গো আঁখি জলে শ্মশান-ভূমি-তলে,
আঁখির ছলছলে ঝরি নিমেষে ;
সমাধিতটে আসি' উদাসী কাঁদি হাসি
বরষি সুধা রাশি স্মৃতির দেশে।

আমারি মত ফুটে নিমেষে যারা টুটে
তাদেরি সাথী হ'য়ে রয়েছি একা ;
সুরভি আঁখিজল,—ঝরি গো অবিরল,—
স্মরণ-সুমধুর—মমতা-লেখা !

সুখ-বেদনা

কেন ফুলের মুখে হাসি দেখে
মেঘের চোখে এল জল ?
কোন্ কথা তার জাগ্‌ছে মনে ?
বল্ তো তোরা আমায় বল্ !
সত্যি কি গো সুখের ব্যথা
জাগায় প্রাণে বিহ্বলতা ?
তবে সে কি নয় কো শুধুই
কাব্য-কথা—কথার ছল !

কেতকী

অর্ঘ্য লয়ে যুক্ত করে ঊর্দ্ধ মুখে আছি প্রতীক্ষায়,
আমারে সার্থক কর, ওগো প্রিয় মৌন-মনোহর !
কণ্টকী কেতকী আমি, ফুটেছি কাঁটার বনে, হায়,
তবুও করুণা তুমি কর মোরে ভীষণ-সুন্দর !

ফুটেছি কাঁটার বনে সাপের শাসনে করি বাস,
অজস্র অশ্রুর মাঝে দিনে দিনে হয়েছি লালিত ;
চৌদিকে শ্বসিয়া উঠে ভুজঙ্গের গরল নিশ্বাস,
সদা সশঙ্কিত প্রাণ, স্পন্দমান, নেত্র মুকুলিত ।

সুচির সন্ধ্যায় ঘেরা দৃষ্টিহারা ম্লান মহীতলে,
তোমারি ধেয়ানে থাকি গন্ধভরা তন্দ্রাধূপ ধরি' ;
মেঘের পরাগ ঝরে, ঝিঁঝি ডাকে, জোনাকী সে জ্বলে,
কুণ্ঠিত এ প্রাণ মোর রসের রভসে ওঠে ভরি'।

সুরভি সুষমা আর কাঁটা লয়ে জন্মেছি জগতে,
পেলব-পরুষ আমি, অবিদিত নহে সে তোমার,
তবুও সার্থক করি' লও ওগো লও কোনোমতে
কণ্টকের কুণ্ঠা সনে সৌরভের গৌরব আমার।

দুধে-আল্‌তা

এই দুধ-পাথরের বুকে রাখ
রক্ত-কমল পা' দুটি,
এস দুধ-পাথারের লক্ষ্মী! এস
ক্ষীর সাগরের পদ্মটি!

এস মূর্ত্তি ধ'রে নয়ন 'পরে
আশৈশবের কল্পনা!
এই শূন্য ঘরে পড়ুক আজি
আল্‌তা-পায়ের আল্‌পনা!

ওগো পাথরের এই ঠুন্‌কো থালায়
চরণ রাখ, নেইক ডর ;
এই নিটোল পাথর অটল আদর
ঠুন্‌কো হ'লেও সইবে ভর !

যারে বইতে কভু হয়নি ক' ভার
তোমার ভার সে বইবে গো,
এই ইচ্ছা-সুখের হাল্‌কা বোঝা
অনায়াসেই সইবে গো !

দুধে ভিজিয়ে তোলো ঘুঙুরগুলি
পাঁয়জোরে জোর বল্‌বে না,
ওগো নইলে পরে দশের ঘরে
মিলন-আশা ফল্‌বে না !

তুমি ভরা ঘটের ভার নিয়েছ,
আমের কচি ডাল তাতে,
ওগো বিধির বরে নূতন ঘরে
মিলাও দুধে আল্‌তাতে !

কিশোরী

তার জলচুড়িটির স্বপন দেখে
অলস হাওয়ায় দীঘির জল,
তাব আলতা-পরা পায়ের লোভে
কৃষ্ণচূড়া ঝরায় দল !
করমচা-ডাল আঁচল ধরে,
ভোমরা তারে পাগল করে,
মাছ-রাঙা চায় শীকার ভুলে,
কুহরে পিক অনর্গল ;
তাব গঙ্গাজলী ডুরের ডোরা
বুকে আঁকে দীঘির জল ।

তাবে আস্‌তে দেখে ঘাটের পথে
শিউলি ঝরে লাখে লাখে,
জুঁয়ের বুকে নিবিড় সুখে
প্রজাপতি কাঁপ্‌তে থাকে !
জলের কোলে ঝোপের তলে
কাঁচপোকা রং আলোক জ্বলে,
লুব্ধ ক'রে মুগ্ধ ক'রে
বৌ-কথা কও কেবল ডাকে ;
আর হাল্‌কা বোঁটা ফুলের বুকে
প্রজাপতি কাঁপতে থাকে ।

তার সীঁথায় রাঙা সিঁদূর দেখে
রাঙা হ'ল রঙন ফুল,
তার সিঁদূর টিপে খয়ের টিপে
কুঁচের শাখে জাগ্‌ল ভুল!
নীলাম্বরীর বাহার দেখে
রঙের ভিয়ান্‌ লাগ্‌ল মেঘে,
কানে জোড়া দুল্‌ দেখে তার
ঝুম্‌কো-জবা দোলায় দুল;
তার সরু সীঁথার সিঁদূর মেখে
রাঙা হ'ল রঙন ফুল!

সে যে ঘাটে ঘট ভাসায় নিতি
অঙ্গ ধুয়ে সাঁঝের আগে,
সেথা পূর্ণিমা চাঁদ ডুব দিয়ে নায়,
চাঁদ-মালা তায় ভাস্‌তে থাকে!
জলের তলে খবর পেয়ে
বেরিয়ে আসে মৃণাল মেয়ে,
কল্‌মী-লতা বাড়ায় বাহু
বাহুর পাশে বাঁধতে তাকে;
তার রূপের স্মৃতি জড়িয়ে বুকে
চাঁদের আলো ভাস্‌তে থাকে!

সে ধূপের ধোঁয়ায় চুল্‌টি শুকায়,
বিনিস্থতার হার সে গড়ে,
দোলন চাঁপার ননীর গায়ে
আলোর সোহাগ গড়িয়ে পড়ে !
কানড়া ছাঁদ খোঁপা বাঁধে,
পিঠ-ঝাঁপা তার লুটায় কাঁধে,
তার কাজল দিতে চক্ষে আজো
চোখের পাতায় শিশির নড়ে ;
সে বেণীতে দেয় বকুল মালা
বিনিস্থতার হার সে গড়ে।

সে নামালে চোখ আকাশ ভরা
দিনের আলো ঝিমিয়ে আসে,
সে কাঁদ্‌লে পরে মুক্তা ঝরে
হাস্‌লে পরে মাণিক হাসে !
কেরল কাঠের নৌকাখানি
জানে নাক' তুফান পানি,—
কুল্‌কুলিয়ে ঢেউগুলি যায়
নুইয়ে মাথা আশে পাশে
যদি সেঁউতি 'পরে চরণ পড়ে
হয় সে সোনা অনায়াসে !

ওই সওদাগরের বোঝাই ডিঙা
ফিঙার মত চলত উড়ে,
তার পরশ-লোভে আজকে সে হায়,
দাঁড়িয়ে আছে ঘাটটি জুড়ে !
অরাজকের পাগ্‌লা হাতী
পথে পথে ফির্‌ছে মাতি,'—
তারে দেখতে পেলেই করবে রাণী
শুঁড়ে তুলে তুল্‌বে মুড়ে !
ওগো তারি লাগি বাজছে বাঁশী
পরাণ ব্যেপে ভুবন জুড়ে !

সুধা

সুধা আছে গো কোথা ?
কেবা জানে বারতা ?
আছে কোন্ সুদূরে—
কোন্ স্বরগ-পুরে !

হায় কোন্ নিঝরে
সুধা নিয়ত ঝরে ?
সে কি হরে গো ক্ষুধা—
সেই স্বরগ-সুধা !

সে কি পিপাসা হরে ?
সেকি অমর করে ?
হায় ! তাহারি তরে
মন কাঁদিয়া মরে।

আমি শুনেছিনু রে
সুধা আছে সুদূরে
কোন্ স্বরগ-পুরে,
তাই মরেছি ঘুরে।

ঘুরে মরেছি একা,
তবু পাই নি দেখা !
শেষে তোমারে পেয়ে
প্রাণ উঠিল গেয়ে !

করি' তোমারে সাথী
চোখে জাগিল ভাতি !
মোর টুটিল রাতি
মন উঠিল মাতি'।

সুধা ছিল নিঝুমে,—
বুঝি মগন ঘুমে,—
তব প্রথম চুমে
এল মরত-ভূমে !

ক্ষুধা নিল সে হরি'
দিল অমর করি'
সুধা পড়িল ঝরি'
এই ভুবন 'পরি !

সে যে নিকটে আছে,—
আছে তোমারি কাছে,—
আগে জানি নি তাহা,
ঘুরে মরেছি আহা !

সুধা স্বরগে আছে
আছে তোমার কাছে ;
তবে, স্বরগ-ভূমি
সে কি ! তুমি গো তুমি ।

সুধা অধরে রহে,
শুধু স্বরগে নহে,
তাই জগত বাঁচে,
মোর হৃদয় নাচে !

সুধা আছে তোমাতে,
আছে মিলন-রাতে ;
সুধা প্রথম চুমে
নেমে এসেছে ভূমে ।

আমি জানি বারতা,
আমি জানি সে কথা,
চির- নীরব স্রোতে
সুধা বহে মরতে।

তাই শিশুরা হাসে,
চাঁদ হাসে আকাশে,
তাই ফাগুন আসে
ফিরে বনের পাশে!

সুধা মিঠার মিঠা!
ফুল- মধুর ছিটা!
সুধা পরাণ ভরে,
সুধা নিঝরে ঝরে!

সুধা হরে অবসাদ,
হরে সকল বিষাদ;
সুধা দেবতার সাধ,
সুধা অগাধ! অগাধ!

গান

আমার যাহা ছিল আপন ব'লে,
আনিয়া দিয়াছি ও চরণতলে।
এ তনু মন ভরি'
এবে বিহরে, মরি,
তোমারি সৌরভ শতেক ছলে !

কৃষ্ণকেলি

পরীর ছেলেরা বিনিস্‌তে যবে ওড়ায় ফড়িং-ঘুড়ি
দুপুরের সেই আলোকের পুবে আমরা অফুট কুঁড়ি ;
সন্ধ্যার হাওয়া বহিলে ভুবনে তবে সে ঘামটা খুলি,
আঙিনার কোলে ভাঁজে ভাঁজে খোলে রঙীন পাপ্‌ড়িগুলি !
আমরা কৃষ্ণকেলি,
কাহারো পরনে জর্দ্দা তসর কাহারো বা রাঙা চেলি !

আকাশ-বাহিনী মন্দাকিনীর সোনার কিনার জুড়ি'
পরীর মেয়েরা মিলিয়া গুঁড়ায় পঞ্চ বরণ গুঁড়ি ;
সোনার পইঠা 'পরে বসি' তারা প্রজাপতি ব্রত ক'রে
পঞ্চবরণ মাথায় যখন প্রজাপতি ধ'রে ধ'রে ;—
তখন নয়ন মেলি,
পঞ্চবরণ ঘাঘরিতে সাজি কিশোরী কৃষ্ণকেলি।

চাঁদ হেন বর আসে গো যখন শাঁখ বাজে ঘরে ঘরে,
সন্ধ্যা বালিকা কপালে কপোলে ক'নে-চন্দন পরে,
সবুজ ডুলিতে আসি মোরা সবে বর বরণের লাগি'
এয়োর কর্ম্ম আমরাই করি আমরা বাসর জাগি !
আমরা কৃষ্ণকেলি,
সন্ধ্যামণির সঙ্গিনী মোরা আঁধারে নয়ন মেলি।

পুষ্প-মেঘ

ওগো শরতের শুক্ল শশী !
কোন্ দেশে আজি দৃষ্টি তোমার
কি ভাবো না জানি একেলা বসি' !
তোমার অমল অমেয় অমিয়া
মেঘ-মল্লিকা হ'তেছে জমিয়া,
আমি চেয়ে আছি,—অমৃত-খণ্ড
ভূতলে কখন্ পড়িবে খসি' !
দূরে দূরে তারা স্বপনে মিলায়,—
কত ভঙ্গীতে, ছন্দে লীলায় !
নিশিদিশি তারা দেশে দেশে বুঝি
মন্দার-কলি যায় বরষি' !
ওগো নিশীথের মৌন শশী !

শরতের প্রতি

হৃদয়-জয়ের বাজিয়ে বাঁশী
দিগ্বিজয়ী ! কোথায় যাও ?
দাঁড়াও, তোমায় দেখি খানিক,
নয় তো আমায় সঙ্গে নাও !
ডাক দিয়েছ একেবারে
সকল ঘরের দ্বারে দ্বারে,
কুবের-পুরীর সোনার রাশি
দ্বারে দ্বারেই লুটিয়ে দাও !
আর্দ্র মেঘের স্নিগ্ধ কোলে
বিদ্যুতে ঘুম পাড়াও ছলে,
সোনার তূলি বুলিয়ে ধানে
ঢেউয়ের তানে দুলিয়ে যাও !
পদ্মফুলের মধ্যিখানে
হঠাৎ হ'লে মগন ধ্যানে,
কুড়িয়ে পেয়ে পরশ মণি বিলিয়ে দিলে হায় গো তাও !
দিগ্বধূরা তোমার তরে
চন্দ্রালোকের চাঁদোয়া ধরে,
কাশের কুসুম হেলায় চামর
বন্ধু ! হেথায় বারেক চাও ।

পদ্মের প্রতি

যখন প্রথম প্রভাত-রবি
দৃষ্টি হানে তোমার 'পরে,
বল দেখি কমল! তোমার
প্রাণের ভিতর কেমন করে?
সকল মধু-গন্ধ-হাসি
প্রাণের অফুট স্বপন রাশি
ফুট্‌তে গিয়ে একেবারে
ওঠে না কি অশ্রু ভ'রে?
আমি আপন হৃদয় দিয়া
বুঝতে পারি তোমার হিয়া,—
বুঝ্‌তে পারি আলোয় প্রেমে
কমল হৃদয় জীয়ে মরে।

লীলাকমল

মৃত্তিকা সাথে বাঁধা আছি আমি
জলেরো সঙ্গে আছি,
তবু আলোকের মুক্তি-লোকেতে
পৌছিয়া যেন বাঁচি!

ফুলের ফসল

মৃণালের ক্ষীর সম্বল করি'
সলিল ফুঁড়িয়া উঠি,—
নিশ্বাস রুধি' দীর্ঘ যামিনী
কঠিন করিয়া মুঠি।
অরুণের মৃদু পাণির পরশে
পরাণ ভরিয়া ওঠে,
শিথিলিয়া মুঠি আলোকের দান
শতদল হ'য়ে ফোটে!
ধ্যানের দেবতা প্রাণে আসে মোর
ধারণায় মিশে ধ্যান,
অনুভবে জানি পাঠায়েছে রবি
আলোর অভিজ্ঞান!
উষারাণী আসি আল্‌তা পরায়
ডালিমের রাঙা রসে,
শফরী লীলায় সমীর প্রবাহ
শরীরে পরাণে পশে!
সবুজ টগর টোপা পানা গুলি
দীঘির বুকেতে সাজে,
হিল্লোল-তালে সলিল-আলয়ে
হিন্দোল রাগ বাজে!
ঢেলে যায় রবি ধ্যানের সুরভি
গভীর এ মম মনে,—

অসেচ হরষ অমূর্ত্ত রস
আলোর আলিঙ্গনে।
অতি অদ্‌ভুত মৃদু বিদ্যুৎ
উঠে মুহু রণরণি'
হৃদয়ে চরণ রাখেন দেবতা,—
পদ্মের মাঝে মণি!
তার পরে ধীরে আকাশ মুকুরে
আলো হ'য়ে আসে আলা,
ঝরে যায় দল, জীবনের শুধু
অবশেষ জপমালা।
ভকতি-সাধন আমি গো তখন
পুষ্পের মহারাণী,
প্রেমিকের লীলাকমল, মরাল-
মধুপের রাজধানী।
মাটির সঙ্গে বাঁধা আছি আমি
আছি গো জলের সাথে,
তবু আলোকের অভিসারে, করি
যাত্রা তিমির রাতে!

কুমুদ

চাঁদের চুমায় জাগিয়া উঠেছি
বিথারি' অমল ছত্র,
আমি কুমুদিনী নৈশ-বাতাসে
খুলেছি সুরভি-সত্র !
অন্ধ ভ্রমর বন্ধ রয়েছে
মুদিত কমল-বক্ষে,
জোনাকী আমার বন্ধু এসেছে
জোছনা আহরি' পক্ষে !
গোপন করেছে প্রাচীন রোহিত
তার হরিহর মূর্ত্তি,
আলোক-লিপ্ত লহরে এখন
জাগে শফরীর স্ফূর্ত্তি !
কূলে দেউলের অঙ্গে লেগেছে
সময়ের মসী চিহ্ন,
আমার বঁধুর অমল পরশে
সে মসী ছিন্ন ভিন্ন !
চির-দক্ষিণ নায়ক—আমার
মরম বুঝিতে দক্ষ ;
সুষমা যে শোষে দস্যুর মত
কে চাহে তাহার সখ্য !

সূর্য্যেরে আমি দূর হ'তে নমি,
ভালবাসি আমি ইন্দু,
লক্ষ যোজন দূরে থেকে মোরে
দেছে সে অমৃত বিন্দু।

গান

শেফালি গো! সন্ধ্যা গেলো,
মুকুল ফুটাও!
সুরভি ছিটাও পবনে উঠাও—
ভুবনে ছুটাও!
মুকুল ফুটাও!
আঁধার গলে জ্যোৎস্না-জলে;
তুমিও গলাও—
হাওয়ারে,—ঢুলাও! তন্দ্রা বুলাও।
পরাণ ভুলাও!
গন্ধ বিলাও!
গন্ধ লুকাও, আবার লুটাও
গন্ধ ছুটাও!
মুকুল ফুটাও!

শেফালি

যখন তিমিরে ভাঁটা পড়ে আসে জেগে জেগে ওঠে ডাঙা,
উষার ছবিটি বুকে ধরি' যবে মেঘের মুকুর রাঙা ;
সুপ্ত শিশুর হাসি সম যবে প্রভাতের সরোবরে
প্রথম-আলোক-পরশ-পুলকে মৃদু লেখা সঞ্চরে,
তখনি আমরা ঝরি,—
শরতের নব শিশিরের সনে ঘন তৃণ বন 'পরি।

নামি গো নীরবে একে একে, যবে তারা ঝরে যায় নভে,
ভ'রে তুলি বন মৃদুল পবন সুকুমার সৌরভে।
থেকে থেকে মোরা ঝরে ঝরে পড়ি শরতের ফুলঝুরি
বিথারি' অমল ধবল পক্ষ, অরুণ-বদন হুরী।
মোরা সবে ছোটো ছোটো
অরুণ-পূর্ব্ব অমল-প্রকাশ শারদ দিনের 'ফোটো' !

একটি স্থলপদ্মের প্রতি

মেঘ্‌লা দিনের মলিন কমল !
অধরে তোমার একি গো হাসি !
জীবন-দিবার অবসানে বুঝি
খেয়ালে শুনেছ আশার বাঁশী !

রবি সে ডুবিল, উঠিল না,
তোমারি মাধুরী ফুটিল না,
সমুখে নিশার অন্ধ প্লাবন,
পিছনে মেঘের কালিমা-রাশি
ফুটিলে না তবু ঝরিবে
মুকুল-জীবনে মরিবে
অস্ত-খণের ক্ষণিক কিরণে
তবু মৃদু হাসি উঠিছে ভাসি !
একি আকুলতা ! পুলকে
দুলিছে সাঁঝের আলোকে !
মেঘের নয়ন এল ছলছলি,
তবু তুমি একি হাসিছ হাসি !

নীলপদ্ম

আমি দেবতার অনিমেষ আঁখি
জেগে আছি দিনযামী,
আমি কামনাব নীল শতদল .
মর্ত্ত্যে এসেছি নামি' !
সৌরভে মম অকূল পাথারে
নাবিকেরা পায় দিশা,

স্থর্য্য-পরাগ গর্ভে ধরেছি
আমি স্থনিবিড় নিশা !
আমি চির শুভ, আমি চির ধ্রুব
চলৎ-লহর বুকে,
আমি জগতের অন্তরাত্মা
রয়েছি ধেয়ান-স্থখে !
সোনার স্থতায় বাঁধিয়া রেখেছি
শ্যামল পাপ্‌ড়ি গুলি,
সাগরে বসতি করি নিতি, তবু,
ঢেউয়ে ঢেউয়ে নাহি দুলি।

শতদল

আজিকে কেবল ওগো শতদল !
মৃদু হিল্লোলে দোলা,
দিকে দিকে দিকে পাপ্‌ড়ি গুলিকে
একে একে একে খোলা।
থেমে গেছে ঝড় থেমেছে বাদল,
আকাশে না বাজে মেঘের মাদল
বাতাস মৃদুল শেফালি দোদুল
স্বপনে আপন-ভোলা !
ওগো শতদল আজিকে কেবল
হিল্লোল-ভরে দোলা।

সীস্ মহলের রূপসী দলের
ঘোম্‌টা আজিকে খোলা !
মাথার উপরে তক্ তক্ করে
আকাশের পরকোলা !
দিকে দিকে ওড়ে গেরুয়া নিশান,
দিকে দিকে ওঠে গম্ভীর গান
দিগ্বিজয়ীর যতগুলি তীর
তূণীরে সে আজি তোলা ;
সীস্ মহলের রূপসী দলের
অবগুণ্ঠন খোলা !

নাই আর আজি নীপে ভরা সাজি
ঝুলনের হিন্দোলা ;—
মনের হরষে ডালিমের রসে
গোলাপী কাজল গোলা !
পেথম ধরেনা ময়ূর আজিকে
কোকিলের তান নাই দিকে দিকে,
উদাসীন প্রায় আছে নিরালায়
হতবাক্ হরবোলা ;
নীপে ভরা সাজি নাই আর আজি,
নাই ঝুলনের দোলা।

ওগো শতদল ! আজিকে কেবল
সব কোলাহল ভোলা,
রাঙা টুক্‌টুক্ পাপ্‌ড়ি ঝিনুক
নিভৃতে ভরিয়া তোলা !
জ্যোৎস্না-মাখানো মরালের পাখা
আঁখি মেলে আজ তারি পানে তাকা,
বর্ষা চুকায়ে বিজুলি লুকায়ে
শাদা মেঘে চোখ বোলা ;
(আজ) সীস্ মহলের সকল তলের
সকল ঝরোখা খোলা !

অবসান

আলো ফুরায়, কমল্ গো তোর আয়ু ফুরায় !
ব্রজের বাঁশী বাজে সে আজ কোন্ মথুরায় !
বলক ওঠে তপ্ত হাওয়ায়,
পলক নাহি চক্ষেতে, হায় !
ঝরা পাতায় ঘূর্ণী সে আজ তবু ঘুরায় !
আলো ফুরায় !

আবির্ভাব

যে আলোকে বাঁধন হরে
শিউলি ঝরে হেসে গো !
সেই আলো লেগেছে আজি
আমার প্রাণে এসে গো !
সরম-রাঙা বাঁধনগুলি
খস্‌ল রে তাই পড়ল খুলি',
কাঁদন আমার মিশিয়ে গেল
লুপ্ত হিমের দেশে গো !
আমার প্রাণের কোমল গন্ধ
ভিজিয়ে দিলে দিগদিগন্ত,
আভাস পেয়ে বিভাত বায়ু
বইল ভালোবেসে গো !
ভরা দিনের বাজল বাঁশী,
ভরা সুখের ফুট্‌ল হাসি ;
ভোলা স্বপন সফল হ'ল
সোনার শরৎ-শেষে গো !
যে আলোকে কাঁদন হরে
শিউলি মরে—হেসে গো !

তৃণ-মঞ্জরী

জগতের মাঝে অজানা অচেনা
চিরদিন মোরা আছি !
মধুকুপী আর পর্‌থুপী আর
কান্‌সোনা, নীলমাছি !
আছি দেশ ভরি' তৃণমঞ্জরী
হরষের বুদ্‌বুদ্‌,
ফুর্‌তির ফাউ—ফাল্‌তো আদায়,—
না-চাহিতে পাওয়া সুদ !
মোদের আদর জানিয়াছে শুধু
পাগল প্রেমিক কবি ;
আমরা ধূলিরে করি পুলকিত
নম্র-মধুর ছবি ।
মোরা সাধারণ, নাই আভরণ,
নাহিক আড়ম্বর,
রথের চাকায় প্রাণ দিই মোরা
পথের ধূলায় ঘর ।

পারুল

সোনার কেশর, পাপ্‌ড়ি সোনার, সোনার কলেবর,
পারুল ! তোরে গড়েছে কোন্ ঢাকাই কারিগর ?
সোনায় মাজা রংটি দেছে, দেছে শোভন ঠাম,
পারুলমণি ! বল্ তো শুনি কারিগরের নাম !

ছেলেবেলার সখী যে তুই চাঁপা ফুলের বোন্,
একটি কথা শোন্ গো আমার একটি কথা শোন্
নীরব কেন ? কর্‌বে না রাগ ঢাকাই কারিগর,—
ঢাকা সে তো নাইকো পূরা,—জপছে চরাচর।

কানে কানে বল্‌তে কি দোষ ? কেউ তো কোথাও নাই,
ঘুমিয়ে আছে চাঁপার গাছে সাতটি তোমার ভাই ;
মুখখানি তোর কাঁচা সোনা—লাখ টাকা তার দাম ;
পারুলমণি ! বল্‌তো শুনি কারিগরের নাম।

অপরাজিতা

কালো ব'লে পাছে হেলা করে কেউ
তাই তো আমার পিতা
সকলের সেরা দিলেন আমারে
নামটি,—'অপরাজিতা' !

ফুলের ফসল

আমি গুণহীন গন্ধবিহীন
ফুলের মধ্যে কালো,
পিতার আদরে আদরিণী, তবু,
আমিই কালোর আলো।

হেমন্তে

শাইয়ের গন্ধ থিতিয়ে আছে নিবিড় ঝোপের নীচে,
হেমন্তের এই হৈম আলো ঠেক্‌ছে ভিজে ভিজে ;
ঝরা শাঁইয়ের ফুল
নিশাস ফেলে নিরাশ মনে বিষাদ সমাকুল।

কমল বনে নেই কমলা, চঞ্চরীকা চুপ !
বিজন আজি পদ্মদীঘি লক্ষ্মীছাড়ার রূপ !
কোজাগরের চাঁদ
ডুবে গেছে ছিন্ন ক'রে আলোর মায়া-ফাঁদ।

একটি দুটি পাপ্‌ড়ি নিয়ে রিক্ত মৃণালগুলি
রক্ত মুখে দাঁড়িয়ে আছে মরাল গ্রীবা তুলি' ;
ভাঙা হাটের তান
আবিল ক'রে তুল্‌ছে হাওয়া ক্লান্ত ম্রিয়মাণ।

দেখ্‌ছে মৃণাল নিজের ছায়া দেখ্‌ছে মলিন মুখে,
পদ্মফুলের পাপ্‌ড়ি শুকায় পদ্মপাতার বুকে !
ভরসা কিছু নাই,
ধোঁয়ার সাথে সন্ধি ক'রে ঝরছে শুধু ছাই।

আকাশ জোড়া আঁখির কোলে জম্‌ছে কালো দাগ,
বইছে বাতাস কুণ্ঠাভরা দীনের অনুরাগ !
ফিরে সে পায় পায়,
চাইলে চোখে সঙ্কোচে সে চম্‌কে সরে যায় !

ডাগরগুছি কনক-রুচি কনক-চূড়া ধান,
ওই পরশে কেঁপে কেঁপে হ'চ্ছে ম্রিয়মাণ ;
শির্‌শিরে সেই বায়,
ক্ষেতের হরিত কুজ্ঝটিকায় ঝাপ্‌সা চোখে চায় !

তেঁতুল ঝোপে ডাক্‌ছে ঝিঁঝি, ঝিমিয়ে আসে মন,
গিলিয়ে আসে দীঘির জলে আলোর আলেপন ;
সূর্য্য ডুবে যায়,
সন্ধ্যামণি নোয়ায় মাথা সন্ধ্যামুনির পায় !

হাওয়ার মত হাল্কা হিমের ওড়ন দিয়ে গায়,
অন্ধকারে বসুন্ধরা শূন্য চোখে চায় ;
তারার আলো দূর,
কণ্ঠভরা বাষ্প, আঁখি অশ্রু-পরিপূর।

দেউটি জ্বলে আকাশতলে তন্দ্রা-নিমগন,
শাঁইয়ের ঝোপে জোনাক চলে, স্তব্ধ ঝাউয়ের বন ;
স্বপ্ত চারিদিক,
হিমের দেশে ঘুমের বেশে মরণ অনিমিখ।

শিশুফুল

প্রভাত না হ'তে আমরা ঝরিয়া পড়ি,
ফুটিয়া উঠিতে ফুরায় মোদের আয়ু,
ননীর পুতুল—হিমের পরশে মরি
বহে যবে হায় প্রথম শীতের বায়ু।

লাখে লাখে লাখে আমরা ঝরিয়া যাই,
পুলক-পেলব দুধে-ধোয়া শিশু ফুল ;
মৃদু সৌরভে হৃদয় ভরিয়া যাই,
শিশির-সজল স্মিরিতির সমতুল !

গণনায় কারো আসি নে আমরা কভু,
স্মরণের পটে থাকি নে অধিকক্ষণ ;
অকালে লুপ্ত শিশুদের মত তবু
অশ্রু স্বরভি আমাদের এ জীবন !

শীতের শাসন

কুসুম-কলি শীতের শাসন চায় গো ভুলিতে!
বিরূপ হাওয়া ছায় না তারে ঘোম্‌টা খুলিতে
আঁখির পাতায় পাতায় জড়ায়, হায়!
কুহেলি আজ কেবল বেড়ায়, তায়,
ঘুমের কাজল মাথায় চোখে তন্দ্রা-তূলিতে,
(আঁখি) ছায়না তুলিতে!
আঁখিতে তার বুলায় পাখীর পর্,—
রিমিঝিমি বিবশ কলেবর,
স্বপন-ঘোরে কুসুম-কলি লুটায় ধূলিতে;
(আঁখি) হয় না খুলিতে।

কুন্দ

ফুল হয়ে আমি উঠেছি ফুটিয়া
তোমারি অশ্রু-কণা,
ফিরে চাও ওগো শীতের বাতাস!
উদাসীন উন্মনা!
দুনিয়ার লোক রুধিল দুয়ার
পাইয়া তোমার সাড়া,
রুদ্ধ কবাটে নিশ্বাস ফেলি'
কেন ফির পাড়া পাড়া?

কুঞ্জবনের ঝরোখায় আজি
কাহোরো নাহিক দেখা,
ক্ষুদ্র প্রাণের আরতি লইয়া
কুন্দ জাগিছে একা !
দাঁড়াও দাঁড়াও পউষ-বাতাস
তুষার-শীতল তুমি,
তুষারের মত শুভ্র অধরে
চরণ তোমার চুমি।
যারে তুমি আজ ফুটায়েছ বঁধু
তুচ্ছ সে অতিশয়,
পুস্প-সভায় সকলেরি কাছে
মেনেছে সে পরাজয় !
তবু সাধ তার ছিল ফুটিবার
সে সাধ পূরিল আজ,
ওগো দক্ষিণ উত্তর-বায়ু
তুমি ভেঙে দিলে লাজ।
গোলাপের দিনে ছিল যে গোপন,—
কমলের দিনে ম্লান,—
তারেও ফুটালে ওগো অতুলন
এই তো তোমার মান,
এই তো তোমার গৌরব, ওগো !
কেন দূরে যাও তুমি ?

দাঁড়াও, দাঁড়াও, তরুণ অধরে
 চরণ তোমার চুমি।

ধূলির নিকটে ফুটায়েছ তুমি
 প্রথম চাঁদের কলা,—
শকুনের পাখা কুয়াসায় ঢাকা
 বনের শকুন্তলা!
চ'লে যেয়োনা গো নিঠুরের মত
 কঠোর করিয়া প্রাণ,
তোমার পূজায় একটি কুসুম,—
 একটি জীবন দান।
সে জীবন অতি ক্ষুদ্র জীবন,
 সুষমা নাই সে ফুলে;
নিরালার মাঝে সঙ্গী সে তবু,
 আলো কুহেলির কূলে।
ওগো সহৃদয়! মদেকসদয়!
 দাঁড়াও দাঁড়াও তুমি;
কুণ্ঠিত কুঁড়ি ধন্য হইবে
 তোমার চরণ চুমি'।

কাঞ্চন ফুল

আমি বনানীর কর্ণভূষণ
সুন্দর পরিপাটি,
নাম 'কাঞ্চন' হাল্কা গড়ন
মধুপর্কের বাটি!
মধু-পিঙ্গল কিরণ মধুতে
যবে উঠে বুক ভরি'
দেবতার পায়ে তখনি নিজেরে
নিজে নিবেদন করি।
মৃদু পরশেই 'নোন্‌ছা' লাগে গো,
তাই দূরে ফুটে আছি,
ক্ষীর সাগরের মৃদু ফেন-লেখা
আমি জোছনার চাঁছি!

ফুলের রাণী

দেখা হ'ল ঘুম নগরীর রাজকুমারীর সঙ্গে,
সন্ধ্যা-বেলায় ঝাপ্‌সা ঝোপের ধারে,
পরনে তার হাওয়ার কাপড়, ওড়্‌না ওড়ে অঙ্গে,
দেখ্‌লে সে রূপ ভুল্‌তে কি কেউ পারে?

চোখ দুটি তার ঢুলু ঢুলু মুখখানি তার মিঠে,
আফিম ফুলের রক্তিম হার চুলে ;
নিশ্বাসে তার হাস্নু-হানা, হাস্যে মধুর ছিটে,
আল্‌গোছে সে আল্‌গা পায়েই বুলে।

এক যে আছে কুজ্ঝটিকার দেওয়াল-ঘেরা কেল্লা,—
মৌনমুখী সেথায় নাকি থাকে!
মন্ত্র প'ড়ে বাড়ায় কমায় জোনাক্‌-পোকার জেল্লা,
মন্ত্র প'ড়ে চাঁদকে সে রোজ ডাকে!

তুঁত-পোকাতে তাঁত বুনে তার জান্‌লাতে দেয় পর্দ্দা,
হুতোম প্যাঁচা প্রহর-হাঁকে দ্বারে ;
ঝর্ণাগুলি পূর্ণ চাঁদের আলোয় হ'য়ে জর্দ্দা
জলতরঙ্গ বাজনা শোনায় তারে!

কালো কাঁচের আর্শীতে সে মুখ দেখে সুস্পষ্ট,
আলো দেখে কালো নদীর জলে!
রাজ্যেতে তার নেইক মোটেই স্থায়ী রকম কষ্ট,
স্বপন সেথা বেড়ায় দলে দলে!

সন্ধ্যাবেলার অন্ধকারে হঠাৎ হ'ল দেখা
ঘুম-নগরীর রাজকুমারীর সনে,

মধুর হেসে সুন্দরী সে বেড়ায় একা একা,
মূর্চ্ছা হেনে বেড়ায় গো নির্জ্জনে !

ফুলশয্যা

মিলন ফুলশয্যা হ'বে কুড়িয়ে-আনা ফুলে,
ছিঁড়ে কারেও নিতে যে জল আসে আঁখির কূলে !
যদি গো কেউ আপন বেসে
আপ্‌নি আসে মধুর হেসে
যত্নে নেব তারেই আমি বুকের 'পরে তুলে,
মোদের ফুলশয্যা হ'বে শিউলি-বকুল ফুলে ।

মোদের ফুলশয্যা হ'বে রাঙা গোলাপ ফুলে,—
পাপ্‌ড়িগুলি পড়্‌বে যখন আপনি খুলে খুলে !
নইলে সাধের সোহাগ যত ;
ঠেক্‌বে অপরাধের মত ;
মিলন-রাতি কান্না সাথী করব না তো ভুলে,
মোদের ফুলশয্যা শুধু আপনি-ঝরা ফুলে !

মোদের ফুলশয্যা হ'বে গভীর আত্মদানে,—
শিউলি, বকুল, ঝরা গোলাপ, পদ্মেরি মাঝখানে!
বল্‌বে যে দিন মনের পাঁজী
হ'বে সেদিন আপ্‌নি রাজী,
প্রাচীন বাঁধন শিথিল ক'রে মিল্‌বে প্রাণের টানে
মোদের মিলন হ'বে শুধু স্বাধীন আত্মদানে।

ফুল-দোল

জগতের বুকে লহরিয়া যায়
হরষের হিল্লোল!
ফুলে ফুলে দোলে পুলক-পুতলি
ফুলে ফুলে ফুল-দোল!
উৎসারি' ওঠে অশেষ ধারায়
অভিনব চন্দন;
রেণুতে—রসের বাষ্প-অণুতে
পুলকের ক্রন্দন!
সদ্য মধুতে সৌরভ ওঠে,
বায়ু বহে উতরোল!
দুলে দুলে ওঠে পরাণ-পুতলি,
ফুলে ফুলে ফুল-দোল!

ফুলের ফসল

চাঁপার বরণ তপনের আলো,
চামেলি চাঁদের হাসি,
কূলে কূলে আঁখি ভরিয়া ওঠে রে,—
অশ্রু-সায়রে ভাসি!
কঠিন মাটিতে লহরিয়া যায়
হরষের হিল্লোল!
হৃদয়-দোলায় পরাণ-পুতলি,
ফুলে ফুলে ফুল-দোল!

ফুলে ফুলে সুধা-গন্ধ জাগিল।
জাগিল কী এক ভাব!
হৃদয়ের কোষে হ'ল আজি কোন্
রসের আবির্ভাব!
নয়নে নয়নে নয়ন-পুতলি
আলোকেরে দেয় কোল!
পরাণ-পুতলি পরাণে পরাণে
ফুলে ফুলে ফুল-দোল!

নির্ম্মাল্য

ফলে পরিণতি হ'ল না যাহার
নিষ্ফল সেই ফুলে
ভক্ত সঁপিল আঁখি জলে তিতি'
দেবতার পদমূলে।
দেবতার পায়ে জীবন ঢালিয়া
সেই চির-ফলহীন
জগতের শিরোধার্য্য হ'য়েছে ;—
হয়েছে গো অমলিন
শোভাহীন তার শুষ্ক পাপ্‌ড়ি,—
আজি জগতের চোখে
অলোক-আলোকে মণ্ডিত,—সে যে
আশোক-বারতা শোকে ;
দৈব অভয় সে যে দুর্গম
দূর গমনের পথে !
দেবতার বরে নির্ম্মল করে
নিষ্ফলও এ জগতে !

প্রাণ-পুষ্প

আমার পরাণ যেন হাসে,
ফুলেরি মতন অনায়াসে ;
চাঁদের কিরণতলে,
বরষার ধারা জলে,
শিশিরে কিবা সে মধুমাসে ;—
ফুলেরি মতন অনায়াসে।
সব সঙ্কোচ শোক
কুণ্ঠা শিথিল হোক্,
আপনারে মেলিয়া বাতাসে,
নবনীত-নিরমল
খুলিয়া সকল দল
সার্থক হোক্ মধু-বাসে ;—
ফলেরি মতন অনায়াসে।

পারিজাত

এ পারে সে ফুট্‌ল নারে ফুট্‌ল না—
ও পারে যে গন্ধে করে মাত ;—
ও পারে যার রূপ কখনো টুট্‌ল না,—
নামটি—ও যার নামটি পারিজাত !

এ পারে তার গন্ধ আসে উচ্ছ্বসি',—
মুগ্ধ হিয়ায় হাওয়ায় মেলি হাত ;
ও পারে তায় মাল্য রচে উর্ব্বশী,—
স্বপন-মাখা মৌন আঁখিপাত !

স্বর্গ-ভুবন মগ্ন-গো তার সুগন্ধে,
ফুটেছে সে মন্দারেরি সাধ ;
ইন্দ্র তারে বক্ষে ধরে আনন্দে,
অনিন্দ্য সে পারের পারিজাত !

এ পারে তায় হরণ ক'রে আন্‌বে কে ?—
মৃত্যু-সাগর করবে পারাপার ?
তাহার লাগি' বজ্রে কুসুম মান্‌বে কে ?—
স্বর্গে হানা দিবে বারম্বার ?

ঐরাবতের মাথায় অসি হান্‌বে কে ?—
প্রিয়ায় দিতে পারিজাতের হার ?
পারের পারিজাতের মরম জান্‌বে কে ?
কে ঘুচাবে প্রাণের হাহাকার ?

এ পারে কি কল্পনাতেই থাক্‌বে সে !—
নাগাল তারে পাবে না এই হাত ?
সোনার স্বপন—মরণ শেষে ঢাক্‌বে সে,
চির সাধের পারের পারিজাত !



একই লেখকের লেখা

বেণু ও বীণা

"পড়িয়া তৃপ্ত ও মুগ্ধ হইয়াছি।" প্রবাসী।

হোমশিখা

"ইহাতে উচ্চচিন্তার সহিত কল্পনার সুন্দর সম্মিলন হইয়াছে।"

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

ফুলের ফসল

"বাঙ্গালার কাব্য সাহিত্যে সম্পূর্ণ ধরণেব একখানি উৎকৃষ্ট 'লিরিক্'।" ভারতী।

কুহু ও কেকা

প্রবাসী-পত্রের সংগৃহীত ভোট অনুসারে বঙ্গভাষার একশত শ্রেষ্ঠ গ্রন্থের অন্যতম।

তীর্থ সলিল

"কবিত্বের ও বিদ্যাবত্তার পূর্ণ পরিচয়।" বঙ্গবাসী।

তীর্থরেণু

"তোমার এই অনুবাদগুলি যেন জন্মান্তর প্রাপ্তি—আত্মা এক দেহ হইতে অন্য দেহে সঞ্চারিত হইয়াছে—ইহা শিল্পকার্য্য নহে, ইহা সৃষ্টি কার্য্য।" শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

জন্মদুঃখী

অন্যায় পীড়িত দরিদ্র জীবনের করুণকাহিনী। নরোয়ের একখানি সুবিখ্যাত উপন্যাসের অনুবাদ।

চীনের ধূপ

চীনদেশের ঋষি ও মনীষিদিগের ভাবসম্পুট।

হসন্তিকা

হাসির গান ও মজার কবিতা।

মণি-মঞ্জুষা

বঙ্গদেশের বহুকবির বিচিত্র রসের মধুর কবিতার সরস অনুবাদ।

অভ্র-আবীর

"ইজ্জতের জন্য", "নূরজাহান", "মহাসরস্বতী" প্রভৃতি শতাধিক কবিতা আছে।

রঙ্গমল্লী

প্রাচীন ও নবীন নাটকীয় আর্টের সমাবেশ।

তূলির লিখন

নূতন ধরণের কবিতার বহি। কবিতায় গল্প।

স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্ত প্রণীত

হিন্দুদিগের সমুদ্রযাত্রা ও বাণিজ্যবিস্তার।

অক্ষয়কুমারের কনিষ্ঠ পুত্র স্বর্গীয় রজনীনাথ দত্ত সম্পাদিত।

মূল্য পাঁচসিকা।

প্রাপ্তিস্থান—ইণ্ডিয়ান পাব্‌লিশিং হাউস,
২২।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।